অধ্যায়-৬: সমবায় সমিতি

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তোমরা এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থাকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারখালীর তাঁতিরা ২০১২ সালে ৫০ জন সদস্য একত্রিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। পরবর্তী তিন বছরে তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৬০,০০০, ৬৫,০০০ ও ৭৫,০০০ টাকা। তারা বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করেন। তারা প্রতিটা তাঁতকল ১৫,০০০ টাকা দরে দুইটি তাঁতকল ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহারের চিন্ড়া করছেন। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. সমবায়ের মূলমন্ত্র কী? ১

খ. সমবায়ের উপবিধি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে তিন বছরের মোট মুনাফার সর্বোচ্চ কত পরিমাণ অর্থ সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হবে? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সংরক্ষিত তহবিলের টাকা হতে দুটি তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'একতাই বল' সমবায়ের মূলমন্ত্র।

খ সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ড় যাবতীয় নিয়ম-কানুন যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায় উপবিধি (By-laws) বলে।
এটি সমবায়ের মূল বা প্রধান দলিল। এর ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর বাইরে কোনো কাজ করা সমিতির সদস্যদের জন্য বৈধ নয়। উপবিধি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হলে তা সমবায় নিবন্ধকের অনুমতি নিয়ে সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সমাধান করতে হয়।

গ উদ্দীপকে গঠিত সমবায় সমিতিটির তিন বছরের অর্জিত মুনাফা হলো ৬০,০০০ টাকা, ৬৫,০০০ টাকা ও ৭৫০০০ টাকা। তারা বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করেন। এর মধ্যে সমবায় আইনানুযায়ী ১৫% সংরক্ষিত তহবিল এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। এ ১৮% বাদে বাকি ৮২% মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রতি সদস্য তার ক্রয়কৃত শেয়ার অনুপাতে মুনাফা পাবে।
সুতরাং সদস্যদের বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ হবে–
তিন বছরে অর্জিত মোট মুনাফা (৬০,০০০ + ৬৫০০০ + ৭৫,০০০) টাকা = ২,০০,০০০ টাকা
বাদ: ১৫% সংরক্ষিত তহবিল (২,০০,০০০ × ১৫%) = ৩০,০০০ টাকা
বাদ: ৩% উন্নয়ন তহবিল (২,০০,০০০ × ৩%) = ৬,০০০ টাকা
∴ বণ্টনযোগ্য মোট মুনাফা হবে = ১,৬৪,০০০ টাকা।
∴ সদস্যদের বণ্টনযোগ্য মোট মুনাফার পরিমাণ ১,৬৪,০০০ টাকা।

ঘ আমি মনে করি, সংরক্ষিত তহবিলের টাকা হতে দুটি তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে।
সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণই সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। আইনানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।
উদ্দীপকের কুমারখালীর তাঁতিরা একটি উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠন করে তারা সমিতির অর্জিত মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখেন। পরে ১৫,০০০ টাকা দরে দুইটি তাঁতকল ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহারের চিন্ড়া করছেন। তাঁতকল ক্রয়ের জন্য মোট (১৫,০০০×২) বা ৩০,০০০ টাকা প্রয়োজন।
সংরক্ষিত তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায়–(৬০,০০০ + ৬৫,০০০ + ৭৫,০০০) × ১৫% = ৩০, ০০০ টাকা। তাদের তাঁতকল কেনার জন্যও ৩০,০০০ টাকা প্রয়োজন। সুতরাং এ সংরক্ষিত তহবিলের টাকা হতেই তারা ২টি তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶২ ঢাকার মিরপুর এলাকায় 'মেঘনা সমবায় সমিতি' ও 'আশার আলো' নামে দুটি সমবায় সমিতি রয়েছে। মেঘনা সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের তৈরি করা খেলনাসামগ্রী একত্র করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে। এতে অত্র এলাকার মানুষের আয় বেড়েছে। অপরদিকে আশার আলো সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরাসরি কোম্পানি থেকে কিনে এনে নিজেরা ভাগ করে নেয়। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. আচরণে অনুমিত অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'আশার আলো' কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেঘনা সমবায় সমিতির ভূমিকা বিশে-ষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ কোনো ব্যক্তি আচরণের মাধ্যমে নিজেকে কোনো ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলে ঐ ব্যক্তিকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে।
অংশীদারি আইনের ২৮(ক) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও যদি মৌখিক কথাবার্তা বা অন্য কোনো আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে। এ ধরনের অংশীদারের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় পক্ষ কোনো প্রকার ঋণ দিলে তার জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়ী থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'আশার আলো' ভোক্তা সমবায় সমিতির অন্ড়র্ভুক্ত।
পণ্য ক্রয়ে সুবিধা পাওয়ার জন্য একই এলাকার সমশ্রেণির কয়েক জন ভোক্তা মিলে ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির মাধ্যমে তারা ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন। আবার, সমিতি থেকে অর্জিত মুনাফাও তারা ভোগ করতে পারেন। এ ধরনের সমিতিতে সদস্যদের বার্ষিক ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য অনুপাতে সদস্যদের মাঝে অর্জিত মুনাফা বণ্টিত হয়।
উদ্দীপকের ঢাকার মিরপুর এলাকায় 'আশার আলো' নামে একটি সমিতি রয়েছে। এর সদস্যরা তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরাসরি কোম্পানি থেকে কিনে এনে নিজেরা ভাগ করে নেন। ভোক্তারা তাদের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য এ সমিতি পরিচালনা করছেন। তারা সমিতি থেকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করেন। এসব বৈশিষ্ট্য ভোক্তা সমবায় সমিতির কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'আশার আলো' ভোক্তা সমবায় সমিতির অন্ড়র্ভুক্ত।

ঘ অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'মেঘনা সমবায় সমিতি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোনো এলাকায় একই ধরনের ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করেন। এর ফলে মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, ঢাকার মিরপুরে 'মেঘনা সমবায় সমিতি' নামে একটি সমিতি রয়েছে। এর সদস্যরা তাদের তৈরি খেলনা সামগ্রী একত্র করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করেন। সমিতিটি বিক্রয় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

এরূপ সমিতি গঠনের ফলে কোনো মধ্যস্থব্যবসায়ীর সাহায্য ছাড়াই তারা ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে তারা অধিক লাভবান হচ্ছেন। ফলে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে। তাছাড়া সমিতির সাফল্য দেখে এলাকার অন্যান্য লোকজনও এ ধরনের সমিতি গঠনে আগ্রহী হয়। এখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে সমিতিটি অত্র এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶৩ পাবনার বিল-ালসহ ৫০ জন তাঁতি মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তিন বছরে তাদের মূলধন দাঁড়ায় ২০ লক্ষ টাকা। চতুর্থ বছরে মোট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা হতে ৩৫,০০০ টাকা তাদের সংরক্ষিত তহবিলে এবং ১৫,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা করেন। অবশিষ্ট টাকা সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিলেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. সমবায়ের 'উপবিধি' কাকে বলে? ১

খ. সমবায় সমিতিতে 'একতাই বল' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভিন্ন তহবিলে টাকা সংরক্ষণের পরিমাণ যাচাই করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উলে-খ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ 'একতাই বল' এ মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ নীতির মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থায়ই এর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমিতি সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটিই একতাই বল নীতির মূল ভাষ্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। মহাজন ও মধ্যস্থব্যবসায়ী থেকে রক্ষা পেতে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা এরূপ সমিতি গঠন করে থাকে।

উদ্দীপকে উলি-খিত, পাবনার বিল-ালসহ ৫০ জন তাঁতি মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। চতুর্থ বছরের মুনাফা থেকে তারা সংরক্ষিত তহবিল এবং উন্নয়ন তহবিলে অর্থ জমা করেন। অবশিষ্ট অর্থ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেন। এ সমিতির মাধ্যমে তারা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য ছাড়াই ন্যায্যদামে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে লাভবান হতে পারছেন। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমিতি গড়ে তুলেছেন। তাদের এ সমিতির কার্যক্রম উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

ঘ সমবায়ের অর্জিত মুনাফার সবটুকু সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। সমবায় আইন অনুসারেই বাধ্যতামূলকভাবে এর ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। অবশিষ্ট মুনাফা সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিভিন্ন তহবিলে টাকা সংরক্ষণের পরিমাণ হবে–

১৫% সংরক্ষিত তহবিল (১,০০,০০০ × ১৫%) =১৫,০০০ টাকা

যোগ: ৩ % উন্নয়ন তহবিল = (১,০০,০০০ × ৩%) = ৩,০০০ টাকা

∴ সঞ্চিতি তহবিল (১৫% + ৩%) বা ১৮% = ১৮,০০০ টাকা

এখানে, সংরক্ষিত তহবিলে জমার পরিমাণ নির্ণয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা এবং উন্নয়ন তহবিলে জমার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। কিন্তু উদ্দীপকে দেওয়া আছে, সংরক্ষিত তহবিলে তারা ৩৫,০০০ টাকা এবং উন্নয়ন তহবিলে ১৫,০০০ টাকা জমা করেন। সুতরাং বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটি সমবায় সমিতির আইনানুযায়ী সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করেনি।

প্রশ্ন ▶৪ দোহাজারীর আলুচাষি নাসির আরও ৪০ জন আলুচাষি নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় এবং আলু সংরক্ষণ ও বিক্রয়ে সুবিধা লাভ করা। উক্ত সমবায় গঠনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমবায় নিবন্ধক তার সিল ও স্বাক্ষরযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল নাসিরকে প্রদান করেন। উক্ত দলিলে সমিতির মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০০ উলে-খ আছে। নাসির ২০০ শেয়ার ক্রয় করেন। আগামী নির্বাচনে সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি আরও শেয়ার ক্রয়ের পরিকল্পনা করছেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. জাতীয় সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সদস্যদের প্রকৃতির ভিত্তিতে উদ্দীপকের সমবায় সমিতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাসির আরও শেয়ার ক্রয় করতে পারবে কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুনের বিষয় উলে-খ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ সমবায় সমিতির সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমিতিকে বলে জাতীয় সমবায় সমিতি।

সাধারণত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলোই এর সদস্য হয়ে থাকে। ১০ বা ততোধিক কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে জাতীয় সমবায় সমিতি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে এরূপ সমিতির নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

গ সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে উদ্দীপকের সমিতিটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। মহাজন ও মধ্যস্থব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতে

ক্ষুদ্র উৎপাদকরা এরূপ সমিতি গঠন করে থাকেন। এ সমিতির মাধ্যমে উৎপাদকগণ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের দোহাজারীর নাসির আরও ৪০ জন আলুচাষি নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তাদের সমিতির উদ্দেশ্য হলো আলু চাষে প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় এবং আলু সংরক্ষণ ও বিক্রয়ে সুবিধা লাভ করা। এ সমিতির মাধ্যমে তারা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য ছাড়াই ন্যায্যদামে উৎপাদিত আলু বিক্রয় করে লাভবান হতে পারেন। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ সমিতি গড়ে তোলেন। তাদের এ কার্যক্রম উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমিতিটি উৎপাদক সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

ঘ আইনানুযায়ী সমবায় সমিতির একজন সদস্য সর্বোচ্চ $\frac{১}{৫}$ শেয়ার ক্রয় করতে পারেন, তাই উদ্দীপকের নাসিরের পক্ষে আর শেয়ার ক্রয় করা সম্ভব নয়।

সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে যেন কোনো বৈষম্য সৃষ্টি না হয় সেজন্য অবাধে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয় না। কেননা অর্থনৈতিক সমতা বিধানের জন্যই সমবায়ের সৃষ্টি। ফলে সব সদস্যর সমান অধিকার বজায় থাকে।

উদ্দীপকের দোহাজারীর নাসির আরও ৪০ জন আলুচাষি মিলে একটি উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। উক্ত সমিতির উপবিধিতে (By-Laws) মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০০টি উলে-খ আছে। ইতোমধ্যে নাসির ২০০টি অর্থাৎ মোট শেয়ারের $\frac{১}{৫}$ ভাগ শেয়ার ক্রয় করেছেন।

সমবায় সমিতি ধন বৈষম্য হ্রাস ও সদস্যদের সমঅধিকার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এতে প্রত্যেক সদস্য একটি মাত্র ভোট দিতে পারেন। আর একজন সদস্য মোট শেয়ারের সর্বোচ্চ $\frac{১}{৫}$ শেয়ার ক্রয় করতে পারেন, উদ্দীপকের নাসিরও $\frac{১}{৫}$ শেয়ারই ক্রয় করেছেন। তাই আগামী নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলেও তিনি তা ক্রয় করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ▶৫ রফিক পেশায় একজন রিকশা-ভ্যানচালক। স্বল্প আয়ের লোক বিধায় সংসার চালাতে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়। অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু মিলে ভ্যানচালক সমবায় সমিতি গঠন করেন। তারা দৈনিক ভিত্তিক চাঁদা দিয়ে সঞ্চয় জমা করেন এবং জমাকৃত টাকা ব্যবসায়িক কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হন। সমিতি অল্পদিনে ৩৫টি ভ্যান গাড়ি নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করে। সমিতির সদস্য সংখ্যা এখন ৮৩ জন। *[য. বো. ১৭]*

ক. সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য কী? ১

খ. ভোক্তা সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমবায় সমিতি সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রফিকের উদ্যোগ উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থিক কল্যাণসাধন করা।

খ একই এলাকার কতিপয় ভোক্তা ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয়ে সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টায় যে সমিতি গঠন করে তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে।

এ সমিতির মাধ্যমে ভোক্তারা একটি সমবায় বিপণি গঠন করে তা পরিচালনা করে। এতে একদিকে যেমন নিজেদের জন্য ন্যায্য মূল্যে উন্নতমানের পণ্য ক্রয় করা যায়। অন্যদিকে এ বিপণি হতে অর্জিত মুনাফাও সদস্যরা ভোগ করতে পারে। এরূপ বিপণিতে পণ্য বিক্রয় থেকে সমবায় সদস্য ছাড়া সাধারণ ভোক্তারাও কম দামে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা পেতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমবায় সমিতিটি সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে শ্রমজীবী সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন ধরনের শ্রমজীবী মানুষ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ও নিজেদের শ্রমস্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমজীবী সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করতে পারেন।

উদ্দীপকের রফিক পেশায় একজন রিকসা-ভ্যানচালক। স্বল্প আয়ের লোক বিধায় সংসার চালাতে মহাজনের কাছ থেকে তাকে মাঝে মধ্যে ঋণ নিতে হয়। এ অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু মিলে ভ্যানচালক সমবায় সমিতি গঠন করেন। তারা এ সমিতিতে দৈনিক ভিত্তিক চাঁদা দিয়ে সঞ্চয় করেন। শ্রমজীবী মানুষেরা নিজেদের আর্থিক কল্যাণের জন্যই মূলত এরূপ সমিতি গড়ে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমিতিটি সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে শ্রমজীবী সমবায় সমিতির আওতায় পড়ে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রফিকের সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বল্পবিত্তসম্পন্ন ও অসহায় মানুষ নিজেদের আর্থিক কল্যাণসাধন করতে পারেন। সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাসে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের রফিক তার কয়েকজন ভ্যানচালক শ্রমিক বন্ধু নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সেখানে তারা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের আয় থেকে সঞ্চয় করেন। এভাবে জমাকৃত অর্থ দিয়ে তারা ৩৫টি ভ্যানগাড়ি নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করেন। এতে একদিকে তাদের যেমন সম্পদ বাড়ে, অন্যদিকে আরও ভ্যানগাড়ি ক্রয়ের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা হয়েছে।

সমিতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে। তারা নিজেদের আর্থিক কল্যাণসাধনের সুযোগ পায়। এছাড়া সঞ্চিত অর্থ থেকে তারা প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন। শ্রমিকদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কেনা ভ্যানগাড়ি চালানোর জন্য আরও শ্রমিক নিয়োগের ফলে অন্যান্য শ্রমিকদেরও পারিবারিক আয়ের একটি ব্যবস্থা হয়েছে। সার্বিকভাবে এরূপ সমিতি সমাজের মানুষ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶৬ মুন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের কল্যাণার্থে কারখানা গেইটের সামনে একটি দোকান স্থাপন করে। এ দোকানের মালিক এবং ক্রেতা তারাই । তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যবসায়টি চালায়। প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিনিয়োগ যাই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ থাকে সমান। তারা তাদের সংগঠন থেকে বিবিধ সহায়তা পেয়ে থাকে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. সমবায় সমিতির 'উপবিধি' কী? ১

খ. বহুমুখী সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'সব অংশীদারের সমান অংশগ্রহণ'— এতে সমবায়ের কোন নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সংগঠনটি থেকে শ্রমিকেরা কী কী সুবিধা পাচ্ছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুনের বিষয় উলে-খ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

বহুমুখী সমবায় সমিতি সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। একে বহু উদ্দেশক সমবায় সমিতিও বলা হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ সমবায় সমিতিই বহুমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে গঠিত ও পরিচালিত হয়।

গ 'সকল অংশীদারের সমান অংশগ্রহণ'–এতে সমবায়ের 'সাম্যতা' নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমবায় সমিতি সাম্যের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সদস্যগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে ধরনের মর্যাদাই ভোগ করুক না কেনো সমবায়ের ক্ষেত্রে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। সমিতির কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের অধিকারই সমান।

উদ্দীপকের মুন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগে একটি সমবায় বিপণি গঠন করে। তারা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দিয়ে বিপণিটি পরিচালনা করে। প্রতি তিন বছর অন্তর এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিনিয়োগ যাই হোক না কেন প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ সমান থাকে। এতে সবার সমান ভোটাধিকার রয়েছে। ফলে প্রত্যেক সদস্য মাত্র একটি ভোটই দিতে পারে। কোনো সদস্য একাধিক শেয়ার ক্রয় করলেও সে একটি ভোটই দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটি সাম্যের নীতির আওতায় পড়ে। সুতরাং উদ্দীপকে সব অংশীদারের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাম্যের নীতিটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সমবায় সংগঠনটি থেকে শ্রমিকরা নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সুবিধা পাচ্ছে।

নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তুলনামূলকভাবে কমবিত্তসম্পন্ন মানুষ নিজেদের স্বার্থেই সংঘবদ্ধ হয়ে সমঅধিকারের ভিত্তিতে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের মুন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা নিজেদের কল্যাণার্থে যে সমবায় বিপণি গঠন করেছে তার মালিক এবং ক্রেতা তারাই । এখান থেকে সাধারণ ক্রেতারাও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারছে। যার ফলে বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমছে। বিপণি মালিকরাও এতে লাভবান হচ্ছে।

নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতিটি পরিচালনা করে। এতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সদস্যদের বিনিয়োগ যা-ই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ সমান থাকে। একটির বেশি ভোট কেউ দিতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। পাশাপাশি সমিতির বার্ষিক ক্রয় অনুপাতে সদস্যরা মুনাফা পেয়ে থাকে। এভাবে তাদের আর্থিক কল্যাণসাধিত হয়। উক্ত সমিতি থেকে শ্রমিকরা এ সুবিধাগুলো পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ তোমার এলাকার ১০০ জন কৃষক পণ্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'সততা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতিতে তাদের প্রত্যেকের শেয়ার সমান। ২০১৫ সালে উক্ত সমিতি ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। সমবায় আইন অনুযায়ী তারা অর্জিত মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. সমবায় সমিতির সাম্যের নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সংগঠনটি কোন প্রকারের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সততা' সমিতির প্রত্যেক সদস্যের প্রাপ্ত মুনাফা নির্ণয় করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উলে-খ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমবায়ের সব সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এটিই সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি।

সমবায়ের সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন, সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। সমবায়ে কোনো সদস্য যেই পরিমাণ শেয়ার মূলধনের মালিক হোক না কেন, সাম্যের নীতিতে সবাই একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সংগঠনটি হলো বহুমুখী সমবায় সমিতি।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো সমবায় সমিতি গঠিত হলে তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। এটি উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ দান ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়।

উদ্দীপকে আমার এলাকায় ১০০ জন কৃষক পণ্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'সততা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতিতে তাদের প্রত্যেকের শেয়ার সমান। অর্থাৎ কৃষকরা এ সমিতির মাধ্যমে তাদের কৃষিপণ্য উৎপাদন, ক্রয় এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করবে। এ সমিতির সাহায্যে কৃষকদের নানাবিধ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। অর্থাৎ মাত্র একটি উদ্দেশ্যের জন্য সমিতিটি গঠিত হয়নি। তাই বলা যায়, উলি-খিত সমবায় সমিতি হলো বহুমুখী সমবায় সমিতি।

ঘ 'সততা' সমিতির প্রত্যেক সদস্যের প্রাপ্ত মুনাফা নির্ণয়ে সমবায় আইন অনুসরণ করতে হবে।

সমবায় সমিতিকে বাধ্যতামূলকভাবে মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। অর্থাৎ অর্জিত মুনাফার ১৮% জমা রেখে বাকি অর্থ শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

'সততা' সমবায় সমিতির সদস্য ১০০ জন। সমিতিতে তাদের প্রত্যেকের শেয়ার সমান। তাই অর্জিত মুনাফা থেকে সবাই সমান হারে মুনাফা পাবে। সমিতিটি ২০১৫ সালে ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। সমবায় আইন অনুযায়ী তারা অর্জিত মুনাফা ১৮% জমা রেখে বাকি মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে।

অর্থাৎ সমবায় আইন অনুযায়ী সমিতিটি অর্জিত ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে জমা রাখবে–

আবার, $১০,০০,০০০ \times \frac{১৮}{১০০}\% = ১,৮০,০০০$ টাকা

$\therefore$ ১০,০০,০০০ − ১,৮০,০০০ = ৮,২০,০০০ টাকা মুনাফা সব সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

মোট সদস্য ১০০ হওয়ায় প্রত্যেকে মুনাফা পাবে–

৮,২০,০০০ ÷ ১০০ = ৮,২০০ টাকা

অর্থাৎ সততা সমিতির প্রত্যেক সদস্যর প্রাপ্ত মুনাফা ৮,২০০ টাকা করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বংশালের ২০ জন জুতা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিক মিলে আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছর যাবৎ যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা, ৮,০০,০০০ টাকা ও ৯,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফা বিধিমোতাবেক

সঞ্চিতি তহবিলে রেখে অবশিষ্ট টাকা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। তারা নিজেদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য আফতাব নগরে এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান করে কিস্তিতে একটি প-ট কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। *[রা. বো., চ. বো. ১৬]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রকৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সঞ্চিতি তহবিল হতে আবাসন সমস্যা সমাধান সম্ভব? উদ্দীপকে বিবেচনায় যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

খ বৈধতার সাথে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আইনের বিষয় মেনে চলায় ব্যবসায়ের যে দিক ফুটে ওঠে তাকে ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা বলে।

আইনগত সত্তার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা বৈধভাবে ব্যবসায় করতে পারে। এর ফলে উদ্ভাবক কোনো কিছু উদ্ভাবনের জন্য একচ্ছত্র অধিকার পায় এবং সুবিধা ভোগ করে। আইনগত সত্তা বজায় থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা অন্যের ব্যবসায়ের সত্তা নকল করে মুনাফা অর্জন করতে পারে না। ফলে দেশ, ভোক্তা ও প্রকৃত ব্যবসায়ীর উন্নতি হয়। তাই ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে প্রকৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠানটি মালিক সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

মালিক শ্রেণির মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মালিকানা সংশ্লিষ্ট স্বার্থরক্ষায় যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে তাকে মালিক সমবায় সমিতি বলে। বাড়ির মালিক, দোকান মালিক ও পরিবহন মালিকরা এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করে।

উদ্দীপকে বংশালের ২০ জন জুতা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিক মিলে আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফা বিধি অনুযায়ী সঞ্চিতি তহবিলে রেখে অবশিষ্ট টাকা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন। গঠিত এ সমিতিটি জুতা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিকদের সমন্বয়ে গঠিত। এ সমিতিতে শুধু জুতা কারখানার মালিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় স্থান পায়। তাই বলা যায়, মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ অর্জনের জন্য মালিক সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে।

ঘ আমি মনে করি, সঞ্চিতি তহবিল হতে আবাসন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতির ১৫% সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে জমার রাখার বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে। বাকি অর্থ এর মালিকগণ মুনাফা হিসেবে শেয়ার অনুপাতে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। সঞ্চিতি তহবিলের জমাকৃত অর্থ দিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারে।

উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছরে যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা, ৮,০০,০০০ টাকা এবং ৯,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। তিন বছরের মোট মুনাফা হয় ৬,০০,০০০ + ৮,০০,০০০ + ৯,০০,০০০ বা ২৩,০০,০০০ টাকা। মুনাফার বিধি অনুযায়ী ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে সংরক্ষণ করে। সুতরাং সঞ্চিতির পরিমাণ ২৩,০০,০০০ × ১৫% = ৩,৪৫,০০০ টাকা।

উলে-খ্য ২০ জন মালিক নিজেদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য আফতাব নগরে এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান করে কিস্তিতে প-ট কেনার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাদের সঞ্চিত মোট অর্থ আছে ৩,৪৫,০০০ টাকা, যা প-ট কেনার জন্য (১০,০০,০০০ – ৩,৪৫,০০০) বা ৬,৫৫,০০০ টাকা কম। তাই আমি মনে করি, সঞ্চিত তহবিল হতে আবাসন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. শহিদুলের রাজশাহীতে পাঁচটি আমবাগান আছে। মৌসুমে আম এলাকার বাজারে বিক্রয় করে তেমন মূল্য পান না। তাই আরও ২০ জন আমবাগানের মালিককে সাথে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তারা বাগানের আম একত্রিত করে এবং ট্রাক ভাড়া করে ঢাকার আড়তে বিক্রয়ের জন্য নিজেদের উদ্যোগে নিয়ে আসে। এতে তারা আমের ভালো দাম পায়। মি. শহিদুল আম সংগ্রহ ও পরিবহন কাজের জন্য সংগঠনে পাঁচজন কর্মী নিয়োগ দেয়। *[দি. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি দেশের অর্থনীতিতে যে ভূমিকা রাখছে উদ্দীপকের আলোকে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উলে-খ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমবায়ের সব সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এটিই সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি।

সমবায়ের সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন, সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। সমবায়ে কোনো সদস্য যেই পরিমাণ শেয়ার মূলধনের মালিক হোক না কেন, সাম্যের নীতিতে সবাই একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

গ মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি একটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিক ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে তাকে উৎপাদন সমবায় সমিতি বলে। সাধারণত মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদ্দীপকে মি. শহিদুল একজন আমবাগান মালিক। তিনি আরও ২০ জন আমবাগানের মালিকের সাথে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তারা বাগানের আম একত্রিত করে এবং ট্রাক ভাড়া করে ঢাকার আড়তে আম এনে বিক্রি করেন। ফলে তারা আমের ভালো দাম পান। মি. শহিদুলের এ সংগঠনটি গড়ে তোলার মাধ্যমে তারা উৎপাদিত আমের বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সহজ ও কার্যকরভাবে করতে সক্ষম হচ্ছেন। এতে তারা আমের ভালো দামও পাচ্ছেন। তাই বলা যায়, মি. শহিদুল ও উৎপাদকগণের সম্মিলিত সমবায় সমিতিটি হলো উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদকগণ তাদের পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরণে সক্ষম হন। এতে তারা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পান এবং অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন।

মি. শহিদুলের সমবায় সমিতির মাধ্যমে আমবাগান মালিকরা তাদের আম একত্রিত করে ট্রাক ভাড়া করে ঢাকায় নিয়ে আসতে পারছেন। ঢাকার বাজারে আম বিক্রি করে তারা ভালো দাম পান এবং অধিক মুনাফা অর্জন করেন।

উদ্দীপকে মি. শহিদুলের সমবায় সমিতির মাধ্যমে আম বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জনের ফলে তারা ব্যবসায় সম্প্রসারণের সক্ষম হবেন। এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এছাড়া সদস্যরা তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করায় দেশের মোট বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। তাই বলা যায়, মি. শহিদুলের সংগঠনটি প্রত্যক্ষভাবে সদস্যদের এবং পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶১০ মায়ানীর কৃষকরা ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। গত তিন বছরে তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০,০০০, ৮০,০০০ ও ১,০০,০০০ টাকা। *[কু. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সমিতির উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রকৃতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গত তিন বছরে তাদের সঞ্চিতি তহবিলের ন্যূনতম জমার পরিমাণ কত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ 'একতাই বল' এ মৌলিক নীতির ওপর সমবায় প্রতিষ্ঠিত। এ নীতির মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে যেকোনো অবস্থাতেই এর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটিই সমবায়ের একতাই বল নীতির মূল ভাষ্য।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সমিতিটি একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো সমবায় সমিতি গঠিত হলে তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। বহুমুখী সমবায় সমিতি উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গঠিত হতে পারে।

উদ্দীপকে মায়ানীর কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। অর্থাৎ উক্ত সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সীমিত নয়। যেকোনো বৈধ উপায়ে সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই হলো এ সমবায়ের কাজ।

ঘ উদ্দীপকের সমবায় সমিতির গত তিন বছরে অর্জিত মুনাফার ১৮% সঞ্চিতি তহবিলে জমা হবে। এক্ষেত্রে সমিতিটির বিগত তিন বছরে মোট মুনাফা হয়েছে (৫০,০০০ + ৮০,০০০ + ১,০০০০০) টাকা বা ২,৩০,০০০ টাকা।

অতএব, সঞ্চিতির পরিমাণ হবে $= \frac{\text{মোট মুনাফা} \times ১৮}{১০০}\%$

$= \frac{২৩০,০০০ \times ১৮}{১০০}\%$

= ৪১,৪০০ টাকা।

সুতরাং গত তিন বৎসরে সমিতির সঞ্চিতির পরিমাণ হবে ৪১,৪০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶১১ মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে পদ্মাপাড়ের জেলেরা মাছের ন্যায্য মূল্যের জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ–

বছর	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
মুনাফা	২০,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা	৩০,০০০ টাকা	৩৫,০০০ টাকা

তারা বিধিবদ্ধ ন্যূনতম হারে সংরক্ষিত ও উন্নয়ন তহবিল সংরক্ষণ করে। তহবিলের টাকা হতে তারা ২৫,০০০ টাকা মূল্যের একটি নতুন ফ্রিজ ক্রয়ের জন্য চিন্তা করছে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতি কী? ১

খ. সমবায়ের সাম্যের নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পদ্মাপাড়ের জেলেরা কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তহবিলের টাকায় তারা কি ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমবায়ের সব সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এটিই সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি।

সমবায়ের সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন, সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। সমবায়ে কোনো সদস্য যেই পরিমাণ শেয়ার মূলধনের মালিক হোক না কেন, সাম্যের নীতিতে সবাই একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

গ পদ্মাপাড়ের জেলেরা উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেছে।

কতিপয় ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক বা উৎপাদকের পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে। কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত মধ্যস্থব্যবসায়ীদের শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পেতে এ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে পদ্মাপাড়ের জেলেরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা ও মাছের ন্যায্যমূল্য পেতে সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সমিতি গঠন করার ফলে সদস্যরা সঠিকভাবে মৎস্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় কার্যসম্পাদন করতে পারবে। তারা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের মাধ্যমে মাছের ন্যায্যমূল্য পাবে। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে। তাই বলা যায়, পদ্মাপাড়ের জেলেরা উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, জেলেরা তহবিলের টাকায় ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবে না।

সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণই সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

পদ্মাপাড়ের জেলেরা উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেছে। তারা তাদের অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৮% সংরক্ষিত ও উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখে। অর্থাৎ সংরক্ষিত তহবিলে ১৫% ও উন্নয়ন তহবিলে ৩% সংরক্ষণ করে। সুতরাং ২০১২ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাদের তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায়–

$= \frac{(২০,০০০ + ২৫,০০০ + ৩০,০০০ + ৩৫,০০০) \times ১৫}{১০০}\%$

$= \frac{১,১০,০০০ \times ১৫}{১০০}\%$

= ১৬,৫০০ টাকা।

অতএব তহবিলের টাকার পরিমাণ ১৬,৫০০ টাকা। কিন্তু তারা ফ্রিজ ক্রয়ের চিন্ড়া-ভাবনা করছে ২৫,০০০ টাকার। যেখানে আরও ৮,৫০০ টাকা ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং তহবিলের টাকায় তারা ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶১২ জামিল একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। অন্যদের তুলনায় সে বিত্তবান। সমবায়ের ১০ লক্ষ টাকা শেয়ার মূলধনের মধ্যে জামিলের একার মূলধনই ২ লক্ষ টাকা। জামিল চায় মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে। কিন্তু নির্বাচনের সময় সবারই এক ভোট হওয়ায় তার চিন্ড়া কোনো কাজে আসেনি। সমবায়টির বার্ষিক মুনাফা হয়েছিল ২ লক্ষ টাকা। জামিলকে দেওয়া হয়েছে ৩২ হাজার টাকা। সে আরও বেশি পাবে ভেবেছিল। তাই সে ক্ষুব্ধ। *[য. বো. ১৬]*

ক. উৎপাদক সমবায় সমিতি কী? ১

খ. সমবায় সমিতিতে মুনাফা কীভাবে বণ্টিত হয়? ২

গ. জামিল ইচ্ছা করলেই কি শেয়ার মূলধন বাড়াতে পারত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামিলের কম মুনাফা পাওয়া কি যুক্তিযুক্ত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উৎপাদকরা পণ্য বিক্রয় সুবিধা পেতে যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে।

খ সমবায় সমিতির মুনাফা সমবায় আইন অনুযায়ী বণ্টন করা হয়।

একটি সমবায় সমিতি নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। অবশিষ্ট মুনাফা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী উপবিধি মোতাবেক সদস্যদের মধ্যে শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

গ জামিল ইচ্ছা করলেই শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করতে পারত না।

মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। সমবায় সমিতির মোট মূলধনের ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ারে বিভক্ত করে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

উদ্দীপকে জামিল একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। তার সমিতির মোট শেয়ারের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুযায়ী একজন সদস্য মোট শেয়ারের এক-পঞ্চমাংশের বেশির মালিক হতে পারবে না। তাঁতি সমবায় সমিতিটির মোট মূলধনের ৫ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ ১০ লক্ষ ÷ ৫ = ২ লক্ষ টাকার বেশি শেয়ার কোনো সদ্য ক্রয় করতে পারবে না। জামিল ইতিমধ্যে ২ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করেছে। তাই সে শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করতে চাইলেও আইনের কারণে পারবে না।

ঘ জামিল কম মুনাফা পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। ২০০১ সালের আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিল এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

উদ্দীপকের জামিল মোট শেয়ার মূলধনের ৫ ভাগের ১ ভাগ শেয়ারের মালিক হওয়ায়, মুনাফাও ৫ ভাগের ১ ভাগ পাবে। তাদের বার্ষিক মুনাফা হয় ২,০০,০০০ টাকা। এ মুনাফা থেকে সংরক্ষিত তহবিল ও সমবায় উন্নয়ন তহবিলের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে (২,০০,০০০ × ১৮%) = ৩৬,০০০ টাকা। আর বাকি টাকা (২,০০,০০০ − ৩৬,০০০) = ১,৬৪,০০০ টাকা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

তাহলে জামিল মুনাফা পাবে = (১,৬৪,০০০ ÷ ৫) = ৩২,৮০০ টাকা। কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে ৩২,০০০ টাকা। সে এটা নিয়ে ক্ষুব্ধ। কেননা তাকে ৮০০ টাকা কম দেওয়া হয়েছে। সমবায় আইন অনুযায়ী জমিলের ৮০০ টাকা মুনাফা কম পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ▶১৩ অমরসিংহপুর গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির শেয়ারের সংখ্যা ২০,০০০। গত বছর সমিতির লাভের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা। জনাব রফিক এ সমিতির একজন সাধারণ সম্পাদক। তার শেয়ারের সংখ্যা ১,০০০টি। বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ বণ্টনের সিদ্ধান্ড় হয়। রফিক সমিতি হতে ৬,৩৭৫ টাকা লভ্যাংশ উত্তোলন করেন। সমিতিটির দ্বারা গ্রামবাসীরা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. 'একতাই বল সমবায়ের মূলমন্ত্র'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অমরসিংহপুর গ্রামের কৃষকরা কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে সমবায় সমিতিতে কোন নীতির অভাব দেখা দেয়? বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে।

খ পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমবায় আইনের অধীনে সমশ্রেণির ব্যক্তিদের গঠিত পরিচালিত সংগঠন হলো সমবায় সমিতি।

সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো 'একতাই বল'। সমবায়ের মাধ্যমে সমমনা ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হন। এতে করে তাদের আর্থিক ও মানসিক শক্তি মজবুত হয়। সদস্যরা একত্রিত থাকায় যেকোনো সমস্যা সহজে সমাধান করতে পারে। সমবায় টিকে থাকাও নির্ভর করে সকলের মধ্যে ঐক্য থাকার ওপর। এজন্যই বলা হয়, 'একতাই' সমবায়ের মূলমন্ত্র।

গ অমরসিংহপুর গ্রামের কৃষকরা যে সমবায় সমিতি গঠন করেছেন তা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিক্রয় সমবায় সমিতি।

একই এলাকায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পাবার জন্য এলাকার উৎপাদকরা যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন তাই বিক্রয় সমবায় সমিতি।

উদ্দীপকের অমরসিংহপুর গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। এ কৃষকরা সবাই উৎপাদক। উদ্দেশ্য বিবেচনায় অমরসিংহপুর গ্রামের কৃষকদের উদ্দেশ্য হলো ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি। অর্থাৎ উৎপাদকরা বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবেন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করতে চান। কৃষকরা একত্রিত হওয়ায় তারা ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারবেন। সুতরাং উদ্দেশ্য বিবেচনায় উৎপাদকরা যে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন সেটি একটি বিক্রয় সমবায় সমিতি।

ঘ অমরসিংহপুর গ্রামের সমবায় সমিতিতে মুনাফা বণ্টনের নীতির অভাব দেখা দেয়।

যে নীতি মেনে সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফা বণ্টিত হয় সেই নীতিকে মুনাফা বণ্টনের নীতি বলে। এ নীতি অনুযায়ী সমবায়ের মুনাফা বণ্টিত হয়।

উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটির লাভের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা। সমবায় আইন অনুযায়ী এ লাভের ১৫% সংরক্ষিত তহবিল এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। বাকি ৮২% লাভ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতি সদস্য তার ক্রয়কৃত শেয়ার অনুপাতে মুনাফা পাবেন।

সুতরাং বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ হলো = ১,৫০,০০০ × ১৮%

= ২৭,০০০ টাকা

সুতরাং (১,৫০,০০০ – ২৭,০০০)
অথবা, ১,২৩,০০০ টাকা।
উদ্দীপকে জনাব রফিকের শেয়ারের পরিমাণ ১,০০০টি। সুতরাং তার

প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ হবে = $\frac{\text{মুনাফার পরিমাণ} \times \text{শেয়ার সংখ্যা}}{\text{মোট শেয়ার সংখ্যা}}$

$= \frac{১,২৩,০০০ \times ১,০০০}{২০,০০০} =$ ৬,১৫০ টাকা।

জনাব রফিকের মুনাফা পাওয়ার কথা ৬,১৫০ টাকা। কিন্তু তিনি পেয়েছেন ৬,৩৭০ টাকা, যা সমবায় নীতির পরিপন্থী। সুতরাং সমিতিতে মুনাফা বণ্টন নীতি মেনে চলা হয়নি।

প্রশ্ন ▶১৪ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুয়াকাটার জেলেরা মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য বন্ধন নামে সমবায় সমিতি গঠন করে। ২০১৭ সাল পর্যন্ড় তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ:

বছর	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মুনাফা	৮০,০০০	৯৭,০০০	১,০০,০০০	৭০,০০০	৮৫,০০০

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

তারা বিধিবদ্ধ ন্যূনতম হারে সংরক্ষিত ও উন্নয়ন সংরক্ষণ করে। তহবিলের টাকা থেকে তারা ৯০,০০০ টাকা মূল্যের একটি ট্রলার ক্রয়ের জন্য চিন্ড়াভাবনা করছে।

ক. বিধিবদ্ধ কোম্পানি কী? ১
খ. কোম্পানি সংগঠনকে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'বন্ধন' নামে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? বর্ণন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে তহবিলের টাকায় কুয়াকাটার জেলেরা কি একটি ট্রলার ক্রয় করতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আইন-সভা বা সংসদ প্রণীত বিশেষ আইন তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অধ্যাদেশ বলে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।

খ ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদা ও অধিকার লাভকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বোঝায়।
কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ব্যবসায় এ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কোম্পানি মালিক ছাড়া নিজ নামে পরিচালিত হয়। নিজ নামে তৃতীয় পক্ষের বির"দ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। কোনো পক্ষের সাথে চুক্তি, লেনদেনও করতে পারে। এ কারণে কোম্পানি সংগঠনকে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'বন্ধন' নামে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদকগণ (কৃষক, মৎসজীবী, মৃৎশিল্পী) এ ধরনের সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
উদ্দীপকের কুয়াকাটার জেলেরা মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য এ সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের জন্য তারা মাছের সঠিক মূল্য পায় না। উদ্দীপকের জেলেদের সমিতিটির বৈশিষ্ট্য উৎপাদক সমবায়ের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, কুয়াকাটার জেলেরা উৎপাদক সমবায় গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত পরিস্থিতিতে তহবিলের টাকায় কুয়াকাটার জেলেরা ট্রলার ক্রয় করতে পারবে না।
সমবায়ের আইন অনুযায়ী সমিতিকে মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়।
২০১৭ সাল পর্যন্ড় মোট তহবিলের পরিমাণ:

সাল	মুনাফা	msiwÞZ ZnweGji cwigvY 18%	মোট টাকা
২০১৩	৮০,০০০	৮০,০০০ × ১৮%	১৪,৪০০
২০১৪	৯৭,০০০	৯৭,০০০× ১৮%	১৭,৪৬০
২০১৫	১,০০,০০০	১,০০,০০০ × ১৮%	১৮,০০০
২০১৬	৭০,০০০	৭০,০০০ × ১৮%	১২,৬০০
২০১৭	৮৫,০০০	৮৫,০০০ × ১৮%	১৫,৩০০
			৭৭,৭৬০

উদ্দীপকের সমবায়ের ট্রলারের মূল্য ৯০,০০০ টাকা। কিন্তু ২০১৭ সাল পর্যন্ড় তাদের মোট তহবিল দাঁড়ায় ৭৭,৭৬০ টাকা। ঘাটতি রয়েছে (৯০,০০০ – ৭৭,৭৬০) = ১২,২৪০ টাকা।
সুতরাং, ২০১৭ সাল পর্যন্ড় তহবিলের টাকা দিয়ে তারা ট্রলার ক্রয় করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶১৫ মাঝকান্দী গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্ড়ান রাহাত ফরিদপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব-ক ও বাটিকের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে বসেই ব-ক ও বাটিকের কাজ করে। এতে তার সংসারে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। পরবর্তীতে সে একটি সমবায় সমিতির সদস্য হয়; যে সমিতি সদস্যদের শুধু ঋণ দেয়। উক্ত সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তার কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে অনেক রকম পোশাকও তৈরি করছে। সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসায় সে এখন স্বপ্ন দেখছে ঢাকায় নিজস্ব একটি শো-র"ম প্রতিষ্ঠার। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১
খ. বহুমুখী সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. রাহাতের সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. রাহাতের মতে অনেকেরই জীবনমান উন্নত করতে এ ধরনের সমবায় সমিতি ভূমিকা রাখতে পারে। তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্ড়রীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় যাবতীয় নিয়ম-কানুন উলে-খ থাকে, তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত সমিতিকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।
এ ধরনের সমিতি সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। অন্য সমিতির মতো একটি মাত্র উদ্দেশ্যের জন্য এটি গঠিত হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ সমবায় সমিতিই বহুমুখী সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

গ রাহাতের সমবায় সমিতিটি ঋণদান সমবায় সমিতি।
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদক, কৃষিজীবী প্রভৃতি পেশার ব্যক্তি সদস্যকে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এ সমিতি গড়ে ওঠে। সমবায় সমিতির সদস্যরা শেয়ার ক্রয় করে তহবিল তৈরি করে। অনেক সময় সমবায় ব্যাংক বা অন্যান্য ব্যাংক থেকে তহবিল সংগ্রহ করে। তারপর তহবিল থেকে সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকের মাঝকান্দী গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্ড়ান রাহাত। সে ফরিদপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব-ক ও বাটিকের ওপর

প্রশিক্ষণ নেয়। তারপর সে বাড়িতে বসেই ব-ক ও বাটিকের কাজ করে। এতে তার সংসারে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীতে সে একটি সমবায় সমিতির সদস্য হয়। ঐ সমিতি শুধু সদস্যদের ঋণ দেয়। উক্ত সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সে কাজের পরিধি বাড়ায়। তার ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে ঋণদান সমবায় সমিতির মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রাহাতের সমবায় সমিতিটি ঋণদান সমবায় সমিতি।

ঘ রাহাতের মতো অনেকেরই জীবন মান উন্নত করতে ঋণদান সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষিজীবী বা স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষের ঋণসুবিধা প্রদানের জন্য ঋণদান সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই সমিতির সদস্য হতে হয়। সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে (শেয়ার বিক্রয়, জামানত ইত্যাদি) এ সমিতি তহবিল সংগ্রহ করে। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকেও তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। সদস্যদের প্রয়োজনে এ সমিতি ঋণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মাঝকান্দী গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান রাহাত। সে ফরিদপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব-ক ও বাটিকের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। তারপর বাড়িতে বসেই ব-ক এবং বাটিকের কাজ করে। পরবর্তীতে সে একটি ঋণদান সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ নেয়। এতে তার কাজের পরিধি বাড়ে। তার এখন স্বপ্ন ঢাকায় নিজস্ব একটি শো-রুম প্রতিষ্ঠা করা।

বেকার ও অসচ্ছল যুবকদের জন্য ঋণদান সমবায় সমিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ সমিতির সদস্য হয়ে কোনো জটিলতা ছাড়াই ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যায়। ঋণদান সমবায় সমিতি সদস্যদের স্বল্প অথবা বিনা সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। সদস্যরা ঋণ নিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। নানা রকম জটিলতার (অধিক সুদ, জামানত) কারণে তারা উদ্যোগ নিয়েও সহজ ঋণের অভাবে কাজ করতে পারে না। অন্যদিকে এ সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা খুব সহজেই ঋণ পেতে পারছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন হচ্ছে। তাই বলা যায়, ঋণদান সমবায় সমিতি রাহাতের মতো অনেকেরই জীবনমান উন্নত করতে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶১৬ জনাব সিরাজ একজন চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। তিনি পরিবারসহ ঢাকায় বসবাস করেন। স্বল্প আয়ে তার পরিবার অনেক কষ্টে চলে। জনাব সিরাজ লক্ষ্য করলেন সমবায় ব্যবসায় গঠন করে তিনি তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন এবং তার সাথে সাথে অন্যরাও এ সংগঠন থেকে লাভবান হতে পারবেন। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. সমবায় সংগঠন কী? ১

খ. সমবায় সংগঠনের মূলমন্ত্র সম্পর্কে লেখো। ২

গ. জনাব সিরাজ কেন সমবায় সংগঠন গঠন করতে চান? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. "সমবায় সমিতি সিরাজের মতো দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়নে সাহায্য করে"- উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তোলা সংগঠনকে সমবায় সংগঠন বলে।

খ সমবায় সংগঠনের মূলমন্ত্র হলো 'একতাই বল।'

সকলে মিলে একভাবে, একমনে ও একত্রে চলার দৃঢ় ইচ্ছাই হলো একতা। ঐক্যবদ্ধভাবে চলার ফলে একতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সমবায়ীকে বুঝতে হয় যে ঐক্যই তাদের শক্তি। তাই এটি বিনষ্ট হয় এমন কোনো কাজ থেকে সদস্যরা বিরত থাকে। এজন্য একতাকে সমবায়ের মূলমন্ত্র বলা হয়।

গ জনাব সিরাজ তার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সংগঠন করতে চান।

সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনে সচ্ছলতা আনয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যই সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়।

উদ্দীপকের জনাব সিরাজ একজন চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। তার স্বল্প আয়ে অনেক কষ্টে তার পরিবার চলে। জনাব সিরাজ তাই সমবায় সমিতি গঠনের কথা ভাবলেন। এর ফলে তার বর্তমান আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। এছাড়া সমবায়ের অন্য সদস্যদেরও উপকার হবে। তাই বলা যায় যে, জনাব সিরাজ মূলত তার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করতে চান।

ঘ সমবায় সমিতি সিরাজের মতো দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়নে সাহায্য করে– উক্তিটি যথার্থ।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের গড়ে তোলা সংগঠন হলো সমবায় সমিতি। দারিদ্র্য দূরীকরণ, সদস্যদের কল্যাণ সাধন, মূলধন গঠন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের সিরাজ তার পরিবারসহ ঢাকায় বাস করেন। তার স্বল্প আয়ে পরিবারের খরচ চালানো কষ্ট হয়ে যায়। তাই জনাব সিরাজ সমবায় সমিতি গঠনের কথা ভাবলেন।

এতে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। এছাড়াও সমিতির অন্য সদস্যরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সমবায় হচ্ছে সমাজের নিঃবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগঠন। ধনী শ্রেণির শোষণের হাত থেকে নিজদের রক্ষা করে আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্য সমবায় সংগঠনের আবির্ভাব হয়।

উদ্দীপকের জনাব সিরাজ চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। সে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সেখানে তার আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করতে পারবেন। এছাড়াও চাইলে সদস্যরা ন্যায্যমূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনতে পারবেন। সমিতির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকায় একজনের সমস্যায় সবাই মিলে সহযোগিতা করে থাকেন। তাই সকল সদস্যের কল্যাণ সাধন হয়। এভাবেই সমবায় সমিতি সিরাজের মতো দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶১৭ নাসিরাবাদ গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির শেয়ারের সংখ্যা ৪০,০০০। গত বছর সমিতির লাভের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। জনাব হাসান এ সমিতির একজন সাধারণ সম্পাদক। তার শেয়ারের সংখ্যা ২,০০০টি। বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ বণ্টনের সিদ্ধান্ত হয়। মি. হাসান সমিতি থেকে ১২,৭৫০ টাকা উত্তোলন করেন। সমিতির দ্বারা গ্রামবাসী মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় উপবিধি কী? ১

খ. মিশ্র সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে নাসিরাবাদ গ্রামের কৃষকরা কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমবায় সমিতি থেকে জনাব হাসান কি যথাযথ বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ উত্তোলন করেছেন? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নিয়ম উলে-খ থাকে, তাকে সমবায়ের উপবিধি (By-laws) বলে।

খ ব্যক্তি সদস্য এবং প্রাথমিক সমিতি একত্রিত করে গঠিত সমিতিকে মিশ্র সমবায় সমিতি বলে।

ব্যক্তি সদস্য ও প্রাথমিক সমিতি মিলে এর সদস্য কমপক্ষে ২০ জন হতে হয়। তার মধ্যে কমপক্ষে ১২ জনকে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য থাকতে হয়। ব্যক্তি ও সমিতি সদস্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের ওপর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ড় থাকে।

গ উদ্দীপকে নাসিরাবাদ গ্রামের কৃষকরা উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

উৎপাদকগণ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য এ সমিতি গঠন করেন। সাধারণত উৎপাদকরা পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়ের সময় নানা সমস্যায় ভোগেন। মহাজন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এদের জন্য তারা ন্যায্যমূল্য পান না। এ অসুবিধা থেকে মুক্তির জন্য উৎপাদকরা এ সমিতি গঠন করেন। এতে তারা তাদের অধিকার আদায় করতে পারেন।

উদ্দীপকের নাসিরাবাদ গ্রামের কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। তারা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন। উৎপাদনের পর তারা ঐ ফসল বিক্রয় করেন। কিন্তু তাদের শ্রম অনুযায়ী দাম পান না। ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। তাই তারা উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে সরাসরি বিক্রয় করে ন্যায্যমূল্য পেতে সমবায় সমিতি গঠন করেন। ফলে তারা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পান। তাদের গঠিত সমিতির উদ্দেশ্য উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, তাদের গঠিত সমবায় সমিতি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকে সমবায় সমিতি থেকে জনাব হাসান যথাযথ বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ উত্তোলন করেননি।

সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে সমবায় আইন মেনে বণ্টন করতে হয়। সমবায় আইন অনুযায়ী অর্জিত মুনাফা থেকে ১৫% সঞ্চিত ও ৩% উন্নয়ন তহবিলে রাখতে হয়। বাকি অংশ সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করতে হয়।

উদ্দীপকের সমবায় সমিতির লাভের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। সমবায় আইন অনুযায়ী বণ্টনযোগ্য মুনাফা হবে অর্জিত মুনাফার ৮২%।

সুতরাং, বণ্টনযোগ্য মুনাফা = ৩,০০,০০০ × ৮২% = ২,৪৬,০০০ টাকা

জনাব হাসানের শেয়ারের পরিমাণ ২,০০০টি। সুতরাং তার প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ হবে $= \frac{\text{মুনাফার পরিমাণ} \times \text{শেয়ার সংখ্যা}}{\text{মোট শেয়ার}}$

$= \frac{২,৪৬,০০০ \times ২,০০০}{৪০,০০০} =$ ১২,৩০০ টাকা

আইন অনুযায়ী জনাব হাসানের মুনাফা পাওয়ার কথা ১২,৩০০ টাকা কিন্তু তিনি ১২,৭৫০ টাকা উত্তোলন করেন। যা বিধি মোতাবেক মুনাফা থেকে (১২,৭৫০ − ১২,৩০০) = ৪৫০ টাকা বেশি। তাই বলা যায়, জনাব হাসান বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ উত্তোলন করেননি।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. জীবন তার এলাকার ২০ জন উৎপাদক নিয়ে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন। সদস্যগণ এ সমবায় হতে ঋণ সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সুবিধা ভোগ করে। সমিতিটি ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে ১, ২, ও ৩ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। ২০১৭ সালের জুন মাসে সমিতিটি সিদ্ধান্ড় নেয় সঞ্চিতি তহবিল থেকে ১,০৮,০০০ টাকা দামের মেশিনারিজ ক্রয় করা হবে। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কী? ১

খ. সমবায়ের নিরপেক্ষতার নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. জীবন উদ্দেশ্যভিত্তিক কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সঞ্চিতি তহবিলের অর্থে মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ড়ের যৌক্তিকতা বর্ণনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতিপয় প্রাথমিক সমিতি একত্রিত হয়ে যে সমিতি গঠিত হয় তাকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে।

খ কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে সবাইকে একইভাবে মূল্যায়ন করাই হলো নিরপেক্ষতার নীতি।

সমবায়ে সবাইকে সমপর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়। এতে সবাই সমমর্যাদার অধিকারী। একজন সদস্য সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে যে পর্যায়েরই হোক না কেন তাকে অন্য সকলের মতোই সমানভাবে মূল্যায়ন করা হবে। সমিতির কার্যপরিচালনায় অংশগ্রহণ বা কোনো অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ এতে নেই। এতে 'আইনের চোখে সবাই সমান' এই বিশ্বাসের সাথে কাজ পরিচালনা করতে হয়।

গ মি. জীবন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এটি সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠন করা হয়।

উদ্দীপকের মি. জীবন তার এলাকার ২০ জন উৎপাদক নিয়ে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এর সদস্যগণ এই সমিতি থেকে ঋণ সুবিধার পাশাপাশি উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে সুবিধা পায়। তাই দেখা যায়, মি. জীবনের গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে একাধিক উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে। অর্থাৎ এটি একাধারে ঋণদান, কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তাই একে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলা যায়।

ঘ সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের অর্থে মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক নয়।

সমবায় আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে সংরক্ষণ করতে হয়। সে হিসেবে সমিতির তিন বছরে অর্জিত মুনাফার মোট পরিমাণ হলো (১,০০,০০০ + ২,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা। অতএব তাদের সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ হলো ৬,০০,০০০ × ১৫% = ৯০,০০০ টাকা। তাদের সঞ্চিতি তহবিলে জমা আছে মাত্র ৯০,০০০ টাকা।

কিন্তু মেশিনারিজ কেনার জন্য দরকার ১,০৮,০০০ টাকা, যা সঞ্চিতি তহবিলের চেয়ে (১,০৮,০০০ − ৯০,০০০) = ১৮,০০০ টাকা বেশি। তাই উক্ত তহবিল দিয়ে ১,০৮,০০০ টাকা দামের মেশিন ক্রয় করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ বিত্তশালী কবির একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায়ের দশ লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধনের মধ্যে কবির এক পঞ্চমাংশ মূলধনের মালিক। কবির চায় মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে। কিন্তু নির্বাচনের সময় সবারই একভোট হওয়ায় তার চিন্ড়া কোনো কাজে আসেনি। তাদের বার্ষিক মুনাফা হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় ব্যাংক কী? ১

খ. সমবায় উপবিধি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সমবায়ীদের প্রত্যেকের একটি ভোট হওয়ায় সমবায়ের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কবির সমবায় সমিতি থেকে কী হারে মুনাফা পাবে বলে তুমি মনে করো? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় ঋণদান সমিতি একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।

খ সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ড় যাবতীয় নিয়মকানুন যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায়ের উপবিধি (By-Laws) বলে।

এটি সমবায়ের মূল দলিল। এর ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর বহির্ভূত কোনো কাজ করা সমিতির জন্য বৈধ নয়। উপবিধি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হলে তা সমবায় নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে সমবায় আইন অনুযায়ী মীমাংসা করতে হয়।

গ উদ্দীপকে সমবায়ীদের প্রত্যেকের একটি ভোট হওয়ায় সমবায়ের সাম্য নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

সমবায় সমিতি সাম্যের নীতিতে বিশ্বাসী। এতে প্রত্যেক সদস্যের অধিকার সমান থাকে। সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমনই হোক না কেন সমিতিতে সবার অধিকার সমান। সদস্যর যে পরিমাণ মূলধন থাকুক না কেন সবাই একটি ভোটের অধিকারী।

উদ্দীপকের বিত্তশালী কবির একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য, সমবায়ের মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে দুই লক্ষ টাকাই কবিরের। কবির মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে চায়। কিন্তু নির্বাচনে সবারই একভোট হওয়ায় তার এ চিন্ড়া কোনো কাজে আসেনি। সমবায়ের এই ভোটাধিকার সমিতিতে সাম্যের প্রকাশ ঘটায়। এতে সকল সদস্যেরই সমান অধিকার থাকে। সুতরাং উদ্দীপকের সমবায়ীদের প্রত্যেকের ভোটাধিকার এক হওয়ায় সমবায়ের সাম্যের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ কবির সমবায় সমিতি থেকে মূলধন অনুপাতে মুনাফা পাবে বলে আমি মনে করি।

সমবায় সমিতির মুনাফার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে সদস্যরা তাদের শেয়ার বা মূলধন অনুপাতে মুনাফা ভোগ করে। তবে আইন অনুযায়ী সঞ্চিতি রেখে বাকি অংশ বণ্টন করা যাবে। পুরো মুনাফা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করা যায় না।

উদ্দীপকের কবির একজন তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায়ের ১০ লক্ষ টাকা মূলধনের মধ্যে কবির এক-পঞ্চমাংশ $\left(\frac{১}{৫}\right)$ মূলধনের মালিক। কবির চায় মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে। কিন্তু সমান অধিকার হওয়ায় তা কাজে আসেনি। সমিতির বার্ষিক মুনাফা হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা।

কবির মূলধনের $\left(\frac{১}{৫}\right)$ এক-পঞ্চমাংশ মূলধন সরবরাহ করে। আইন অনুযায়ী সে তার মূলধন অনুপাতে মুনাফা পাবে। অর্জিত মুনাফা থেকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (১৮%) রেখে বণ্টনযোগ্য মুনাফা থেকে সে এক-পঞ্চমাংশ মুনাফা পাবে। এক্ষেত্রে তার মুনাফা দাঁড়ায়:

২,০০,০০০ − (২,০০,০০০ × ১৮%)

= ২,০০,০০০ − ৩৬,০০০

= ১,৬৪,০০০

কবির পাবে $\left(১,৬৪,০০০ \times \frac{১}{৫}\right)$ = ৩২,৮০০ টাকা। সুতরাং, কবির সমিতি হতে ৩২,৮০০ টাকা মুনাফা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ ভোলার মনপুরার জেলেরা তাদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য একটা সমবায় সমিতি গঠন করেছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ড় তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
মুনাফা (টাকা)	২০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০

তারা বিধিবদ্ধ ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। মাছ সংরক্ষণের জন্য তারা ২০,০০০ টাকা ব্যয়ে আইস বক্স ক্রয়ের সিদ্ধান্ড় নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে তারা সঞ্চিতি তহবিল কাজে লাগাতে চাচ্ছে।

[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. সমবায়ের উপবিধি কী? ১

খ. সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সদস্য বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সঞ্চিতি তহবিল থেকে আইস বক্স ক্রয়ের অর্থের সংস্থান হবে? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্ড়রীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা সংক্রান্ড় যাবতীয় নিয়ম-কানুন উলে-খ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে। এটি দেশের সমবায় আইন ও সমবায় বিধি অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। এছাড়া সমিতির সদস্যদের ভোটাধিকার সমান থাকে। শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ অনুযায়ী সমিতির সদস্যদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়ে থাকে।

গ সদস্য বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন সমবায় সমিতির অন্ড়র্গত।

উৎপাদকগণ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠন করে। কম বিত্তসম্পন্ন উৎপাদকগণ তাদের উৎপাদন ও বিক্রয় কাজে অসুবিধা দূর করার জন্যই মূলত এ ধরনের সমিতি গঠন করে।

উদ্দীপকে ভোলার মনপুরার জেলেরা তাদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করেছে। উক্ত সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যরা তাদের ধরা মাছগুলো একত্রিত করে ন্যায্যমূল্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় করতে পারবে। এর ফলে সমিতির সদস্যরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে। এসব বৈশিষ্ট্য উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সদস্য বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো উৎপাদন সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ দ্বারা আইস বক্স ক্রয় করতে পারবে না।

কতিপয় সমশ্রেণির সমমনা ব্যক্তি তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সমবায় আইনের আওতায় সমবায় সমিতি গঠন করে। উক্ত সমিতির ১৫% বাধ্যতামূলক সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়।

উদ্দীপকের ভোলার মনপুরার জেলেরা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে। উক্ত সমিতি ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে ২০,০০০; ২৫,০০০; ৩০,০০০ ও ৩৫,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। তারা তাদের মুনাফার সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করে ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি আইস বক্স কেনার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে।

সমবায় আইন অনুযায়ী ১৫% বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিতি তহবিলে জমা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের সমিতির গত চার বছরের সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ হলো:

২০,০০০ × ১৫% = ৩,০০০

২৫,০০০ × ১৫% = ৩,৭৫০

৩০,০০০ × ১৫% = ৪,৫০০

৩৫,০০০ × ১৫% = ৫,২৫০

মোট সঞ্চিতি তহবিল = ১৬,৫০০ টাকা।

সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ ১৬,৫০০ টাকা। তারা ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি আইস বক্স ক্রয় করতে চাচ্ছে। কিন্তু জমাকৃত সঞ্চিতি অপেক্ষা ক্রয়কৃত আইস বক্সের দাম (২০,০০০ – ১৬,৫০০) = ৩,৫০০ টাকা বেশি। তাই বলা যায়, সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ কম হওয়ায় আইস বক্স ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সমিতির সদস্যদের হবে না।

প্রশ্ন ▶২১ জনাব আরিফ রাজবাড়ীর বাসিন্দা। তিনি স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০ জন প্রতিবেশী নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করলেন। সমিতি গঠনের পর নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু নিবন্ধক এই সমিতি নিবন্ধনে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. প্রজনন শিল্প কী? ১

খ. সমবায়ে সম-ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আরিফ কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নিবন্ধকের অসম্মতির কারণ যৌক্তিকতাসহ মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশবিস্তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন: নার্সারি, হ্যাচারি প্রভৃতি।

খ সমবায়ের প্রত্যেক সদস্যর একটিমাত্র ভোট দেয়ার অধিকারকে সম-ভোটাধিকার বলা হয়।

সমবায় হলো সাম্যের প্রতীক। এতে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর প্রতিফলন ভোট দানের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। সমবায়ের একজন সদস্য যত সংখ্যক শেয়ারের অধিকারীই হোক না কেন তিনি একটিমাত্র ভোট দানের অধিকারী হন। একেই ভোট দানের সমান অধিকার বা সমভোটাধিকার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আরিফ ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা এবং ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যক্তিবর্গ মিলে ভোক্তা সমিতি গঠন করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করা। এটি সদস্যদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও জীবনযাত্রার মানও উন্নত করে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ রাজবাড়ীর বাসিন্দা। তিনি স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০ জন প্রতিবেশী নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তিনি মূলত ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে ১০ জন ভোক্তার সমন্বয়ে সমিতিটি গঠন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য ক্রয়। এসব বৈশিষ্ট্য ভোক্তা সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আরিফ ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের নিবন্ধকের নিবন্ধনে অসম্মতির কারণ হলো ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা না থাকা।

বাংলাদেশে প্রচলিত সমবায় আইনের ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ জন সদস্য থাকতে হয়। অন্যথায় আইন অনুযায়ী একে সমবায় সমিতি হিসেবে সনদ বা নিবন্ধন দেয়া যাবে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত সমবায়ে দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০ জন প্রতিবেশী নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমিতি গঠনের পর নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু নিবন্ধক এই সমিতি নিবন্ধনে অসম্মতি জানায়। এর মূল কারণ হলো উক্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা হলো মাত্র ১০ জন; যা সমবায় আইন বহির্ভূত। এজন্য নিবন্ধকের অসম্মতি জানানোর বিষয়টি যথেষ্ট যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২২ সুবিল কো-অপারেটিভ লি. এর সদস্য সংখ্যা ১৮ জন। অধিকাংশ সদস্যই কৃষক এবং নিরক্ষর, সমিতি পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তাদের নেই। এ সুযোগে সমিতির পরিচালক সর্বদা সদস্যদের সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করে সদস্যদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সদস্যগণ তখন নতুন পরিচালক নিয়োগ করতে চায়। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. বিবরণ পত্র কী? ১

খ. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুবিল কো-অপারেটিভ লি. এ কোন নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সদস্যদের অজ্ঞতাই প্রতারণার মূল কারণ' –উক্তিটির যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণকে শেয়ার বা ঋণপত্র কেনার আহ্বান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে।

খ যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলো অধিকাংশই প্রয়োজন অনুসারে সংসদ কর্তৃক আইন পাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। বেসরকারি মালিকানার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণকে প্রাধান্য না দিয়ে মুনাফা অর্জনকে বেশি প্রাধান্য দেয়। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করে। এজন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে সুবিল কো-অপারেটিভ লি.-এ সততার নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে।

সততার মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন এবং সাধুতা বা ধার্মিকতা বজায় রেখে চলা হয়। সমবায় সংগঠনের পরিচালকদের মধ্যে সততার অভাব দেখা দিলে সদস্যদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এতে সদস্যরা আগ্রহ হারায়। ফলে ব্যবসায় কোনোভাবেই এগুতে পারে না।

উদ্দীপকে সুবিল কো-অপারেটিভ লি.-এর সদস্য সংখ্যা ১৮ জন। অধিকাংশ সদস্যই কৃষক এবং নিরক্ষর। তাদের সমিতি পরিচালনার মতো জ্ঞান নেই। এ সুযোগে সমিতির পরিচালক সদস্যদের সাথে প্রতারণা করে। এতে সদ্যসরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায় সমিতির পরিচালকদের মধ্যে সততার নীতির অভাব রয়েছে।

ঘ সদস্যদের অজ্ঞতাই প্রতারণার মূল কারণ উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

সমবায় দরিদ্র শ্রেণির সংগঠন। এ শ্রেণির মানুষ অর্থের অভাবে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষার অভাবে তারা নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে অনেকাংশে অক্ষম। অজ্ঞতার কারণে তারা সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে না।

উদ্দীপকের সুবিল কো-অপারেটিভ লি. এর অধিকাংশ সদস্য কৃষক। সমিতি পরিচালনা করার জ্ঞান তাদের নেই। এ সুযোগে সমিতির পরিচালক প্রতিনিয়ত তাদের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। এতে সদস্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উক্ত সমবায় সমিতির সদস্যরা নিরক্ষর। তাই তারা সমিতির কাজ তদারক করতে পারে না। পরিচালক হিসাবে গরমিল করলেও তা

সদস্যরা উদঘাটন করতে পারে না। এছাড়া বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ খরচ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। ফলে সমিতির কোনো উন্নয়নও হচ্ছে না। সদস্যরা যদি শিক্ষিত হতো তাহলে পরিচালক কোনো হিসাবে গরমিল করতে পারতো না। কেননা, তাতে ধরাপড়ার সম্ভাবনা থাকতো। সুতরাং বলা যায়, সদস্যদের অজ্ঞতাই প্রতারণার মূল কারণ।

প্রশ্ন ▶২৩ দীর্ঘদিন ধরে মেঘনা নদীর তীরবর্তী ২০ জন প্রান্তিক চাষি নিজেদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিমিত্তে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু ইদানীং তারা সংগঠনটির অগ্রগতির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে একমত হতে না পারায় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. বহুমুখী সমবায় সমিতি কী? ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চাষিগণ কোন সমবায় সমিতি গঠন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন নীতির অভাবে চাষিদের সমিতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে? বিশে-ষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

খ 'একতাই বল' সমবায়ের একটি মৌলিক নীতি। যার মূল কথা হলো সদস্যদের মাঝে একতা বজায় রাখা।

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থাতেই সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। এতে সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার নতুন দিক-নির্দেশনা পায়। এতে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটিই সমবায়ের একতাই বল নীতির মূল বিষয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চাষিগণ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেন।

কিছু উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সমিতির মাধ্যমে বাজার জাতকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করা যায়।

উদ্দীপকে মেঘনা নদীর তীরবর্তী ২০ জন প্রান্তিক চাষি নিজেদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কাজগুলো করে থাকেন। এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার কারণে তাদের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয় না। এভাবে তারা নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। চাষিদের এই সংঘবদ্ধ সংগঠনের সাথে উৎপাদক সমবায় সমিতির মিল রয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে একতা নীতির অভাবে চাষিদের সমিতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

এ নীতির মাধ্যমে সকলে মিলে একভাবে, একমনে ও একত্রে চলার দৃঢ় প্রবণতা ও অবস্থা তৈরি করা হয়। এর মূল কথা হলো সদস্যদের মাঝে একতা বজায় রাখা। এই নীতির ওপরই সমবায় প্রতিষ্ঠিত।

উদ্দীপকের ২০ জন প্রান্তিক চাষি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে তাদের মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে।

উদ্দীপকের সংগঠনটি উৎপাদক সমবায় সমিতি। কিন্তু বর্তমানে সমিতিটির সদস্যরা এর অগ্রগতির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সহমত হতে পারছেন না। ফলে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

কতিপয় দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তি নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থাতেই সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার দিকনির্দেশনা দেয়। একতার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সদস্যদের মধ্যে একতা না থাকলে সমবায়ের উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয়। এজন্য এটি লক্ষ্য অর্জনও করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটিতে একতার নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে; যার কারণে এর অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶২৪ সরকারের খাসজমিতে গড়ে তোলা হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী মিজান মিয়া অন্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে। এতে তারা সঞ্চয় জমা করে, ঋণ দেয় এবং জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। মার্কেটের নানান বিপদ-আপদ তারা একত্রে মোকাবিলা করে। নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানান ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। সমবায় কর্মকর্তা এসে বললেন, সমবায়কে যদি আপনারা নিছক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ভাবেন তবে ভুল করবেন। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আপনাদের শক্তি, সাহস ও মর্যাদা। *[কুমিল-া কমার্স কলেজ]*

ক. বহুমুখী সমবায় সমিতি কী? ১

খ. কোন দলিলকে সমবায়ের গঠন তন্ত্র বলে? ব্যাখ্যা করা। ২

গ. উদ্দীপকের ব্যবসায়ীরা উদ্দেশ্য বিচারে কোন ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমবায় কর্মকর্তার মতের সাথে তুমি কি একমত? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

খ উপবিধি (By Law) কে সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র বলে।

সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন উপবিধিতে লেখা থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর বহির্ভূত কোনো কাজ করা সমিতির জন্য বৈধ নয়। তাই এ দলিলকে সমবায়ের গঠনতন্ত্র বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ব্যবসায়ীরা উদ্দেশ্য বিচারে উন্নয়ন সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে।

সদস্যদের কোনো একটি বৈষয়িক উন্নয়ন লাভের উদ্দেশ্যে এ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। অনেক সময় একাধিক উদ্দেশ্যে নিয়ে গঠন করা হয় বলে একে বহু উদ্দেশ্যক সমবায় সমিতিও বলা হয়।

উদ্দীপকে হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী মিজান মিয়া অন্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে। এতে তারা সঞ্চয় জমা করে, ঋণ নেয় এবং জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা লাভবান হয়। এসব বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যবসায়ীদের গঠিত সমিতিটি উন্নয়ন সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ সমবায় সমিতি নিছক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় কর্মকর্তার এ মতের সাথে আমি একমত।

সমবায় সমশ্রেণি ও সমমনা ব্যক্তিদের সংগঠন। এর মূল উদ্দেশ্য সদস্যদের কল্যাণ সাধন করা। এর জন্য সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হয়। ঐক্যই তাদের শক্তি।

উদ্দীপকে মিজান মিয়া হকার্স মার্কেটের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। এতে তারা সঞ্চয় জমা করে। ঋণ নেয় এবং জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। মার্কেটের সব বিপদ-আপদ তারা একত্রে মোকাবিলা করে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সমবায় কর্মকর্তা এসে তাদের সমবায়ের একতাবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

সমবায়ের মূলমন্ত্রই হলো একতা। সবাই মিলে একভাবে, একমনে ও একত্রে চলার দৃঢ় অভিব্যক্তিই হলো একতা। ঐক্যবদ্ধভাবে চলার ফলে একতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সদস্যদের বুঝতে হবে ঐক্যই তাদের শক্তি। সদস্যদের মধ্যে একতা না থাকলে সমবায় সমিতি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। সদস্যদের কল্যাণ সাধন ব্যাহত হয়। উদ্দীপকে সমবায় কর্মকর্তা সমবায়কে সদস্যদের শক্তি, সাহস ও মর্যাদা বলে অভিহিত করেছেন। তার এ মতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন ▶২৫ রানা তার শহরে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি সদস্যদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন। রানা কুমার, কামার, জেলে, শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে আরও একটি সমবায় পরিচালনা করছেন। এসব পেশার লোকদের জন্য রানা একটি তহবিল গঠন করেন। এসব লোক যেন আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য রানা সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ করেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. SAPTA-এর পূর্ণ অর্থ কী? ১

খ. বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের রানা ন্যায্যমূল্য পণ্য সরবরাহের জন্য কোন সমিতি গঠন করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহের জন্য রানা কোন সমবায় গঠন করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAPTA-এর পূর্ণ অর্থ হলো-SAARC Preferential Trading Arrgangement.

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়। ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদনের সাথে জড়িত ঝুঁকি হলো- চাহিদা হ্রাস, পণ্য পচন, মূল্যহ্রাস, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি। আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উক্ত ঝুঁকির বিপরীতে বিমা করা হয়। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

সহায়ক তথ্য

কোনো ব্যক্তি বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে ঐ ব্যক্তিকে বিমাগ্রহীতা এবং প্রতিষ্ঠানটিকে বিমাকারী বলে। চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

গ রানা উদ্দীপকের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের জন্য ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন।

ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ভোগকারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেন। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সমিতি গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে রানা তার শহরে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। এখানে সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি সদস্যদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন। এর ফলে তারা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা পায়। ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা ভোক্তা সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, রানা ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন।

ঘ সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহের জন্য রানা ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন।

প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা লাভের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদক, কৃষিজীবী বা স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তির সমন্বয়ে ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়। এ সমবায়ের উদ্দেশ্য সদস্যদের মহাজন ও ঋণদাতার হাত থেকে রক্ষা করা।

উদ্দীপকে রানা কামার, কুমার, জেলে, শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। এসব পেশার লোকদের জন্য তিনি একটি তহবিল গঠন করেন। এ তহবিল থেকে রানা উক্ত পেশার লোকদের সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ করেন। এতে তাদের আয়ের একটি ব্যবস্থা হয়।

রানার সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ করা। এরূপ সমিতিতে সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ার ও জমাকৃত আমানত থেকে তহবিল গঠন করা হয়। তারপর সেই তহবিল থেকে প্রয়োজনে সদস্যদের ঋণদান করা হয়। এর ফলে সদস্যদের ঋণের জন্য অধিক সুদ প্রদান করতে হয় না। রানার গঠিত সমবায় সমিতিটি সদস্যদের এভাবে ঋণসুবিধা প্রদান করে; যা ঋণদান সমবায় সমিতির সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উক্ত সমবায় সমিতিটি ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶২৬ রামচর বরিশাল জেলার একটি দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম। এ গ্রামের অধিকাংশ কৃষক বর্গাচাষি। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে হয় বলে তারা এসবের ন্যায্যমূল্য পায় না। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা সম্মিলিতভাবে একটি সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিল। কিন্তু গঠনপ্রণালি ও নিবন্ধন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় তারা স্থানীয় সমবায় কর্মকর্তার শরণাপন্ন হলো। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. নিষ্কাশন শিল্প কী? ১

খ. বিজ্ঞাপন কোন ধরনের বাধা দূর করে? ২

গ. সমবায় সমিতি গঠনের জন্য রামচর গ্রামের কৃষকদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে তুমি মনে করো? ৩

ঘ. 'সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি নয়; বরং সদস্যদের সেবা দান'– বর্গাচাষিদের গঠিত সমবায়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু থেকে সম্পদ আহরণ বা উত্তোলন করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। যেমন- নদী থেকে মাছ আহরণ।

খ বিজ্ঞাপন জ্ঞানগত বা প্রচারগত বাধা দূর করে।

কোনো পণ্য, সেবা বা ধারণা ক্রেতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অথবা ক্রেতাদের প্ররোচিত করার জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এটি বাজারজাতকরণ প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার। এতে ক্রেতাদের কাছে পণ্যের পরিচিতি বাড়ে। ক্রেতারা পণ্য সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারে এবং পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়। এভাবে বিজ্ঞাপন পণ্যের জ্ঞান বা প্রচারগত বাধা দূর করে।

গ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য রামচর গ্রামের কৃষকদের সমবায় আইন এবং এর বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

সমবায় সমিতি একটি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এটি একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য এতে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকের বরিশাল জেলার রামচর গ্রামের চাষিরা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু গঠনপ্রণালি ও নিবন্ধন সম্পর্কে জানা না থাকায় তারা সমিতিটি গঠন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় সমবায় সমিতির উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে তাদের কমপক্ষে ৬ এবং সর্বোচ্চ ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। তারপর একটি খসড়া উপবিধি তৈরি করে স্থানীয় সমবায় সমিতি অফিসে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ফিসহ নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে। নিবন্ধক আবেদনপত্র গ্রহণ করে ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধনপত্র ইস্যু করবেন। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর উদ্দীপকের রামচর গ্রামের চাষিরা তাদের সমবায় সমিতির কাজ শুরু করতে পারবে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রামচর গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

ঘ সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি নয়; বরং সদস্যদের সেবা দান।

অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে। তুলনামূলকভাবে কম বিত্তসম্পন্ন মানুষ এ সংগঠনের সদস্য হওয়ায় তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সংঘবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকে বরিশাল জেলার রামচর একটি দারিদ্র্য পীড়িত গ্রাম। এ গ্রামের অধিকাংশ কৃষক বর্গাচাষি। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে হয় বলে তারা ন্যায্যমূল্য পায় না। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা সম্মিলিতভাবে সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো সমবায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের সব সমস্যা দূর করে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হয়। উদ্দীপকের রামচর গ্রামের কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য মজুদের ব্যবস্থা করতে পারবে। পরবর্তীতে দাম বাড়লে তা বিক্রয় করবে। এতে তারা অধিক লাভবান হতে পারবে। এছাড়া পাইকারদের শোষণ থেকে তারা রক্ষা পাবে। প্রয়োজনে তারা সমবায় থেকে ঋণ নিয়েও উৎপাদন কার্যক্রম গতিশীল রাখতে পারবে। সুতরাং, সদস্যদের প্রয়োজনে সেবাদান করাই সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, এটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৭ শান্তিপুরের কামরানের নেতৃত্বে বিশজন প্রান্তিক চাষি নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য হলো চাষিদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই চাষিদের কল্যাণার্থের যে সব বিশেষায়িত সুবিধা দরকার প্রতিষ্ঠানটি সে ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. PIN-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. LAN-এর অর্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN এর পূর্ণরূপ হলো Personal Identification Number।

খ LAN-এর পূর্ণরূপ হলো Local Area Network।

নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত পরিসরে কয়েকটি কম্পিউটারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে LAN বলে। এর মাধ্যমে সীমিত পরিসরের মধ্যে তথ্য দেওয়া-নেওয়া করা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং অফিসে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সমবায় সমিতিটি বহুমুখী সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এ সমিতিতে সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকের শান্তিপুরের ২০ জন প্রান্তিক চাষি নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি চাষিদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। চাষিদের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সব ধরনের বিশেষায়িত সুবিধা প্রদান করার চেষ্টা করে। চাষিদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে ব্যবস্থা করা এবং অর্থের দরকার হলে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য বহুমুখী সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি বহুমুখী সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত সমবায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণসাধন করা।

বহুমুখী সমবায় সমিতি সদস্যদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

শান্তিপুরের প্রান্তিক চাষিরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি চাষিদের কল্যাণের জন্য সব ধরনের বিশেষায়িত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে। এর ফলে সদস্যরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে পারছেন।

বহুমুখী সমবায় সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে। তারা নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ পায়। নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে তারা প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন। তাদের অবস্থার উন্নয়ন দেখে অন্যরাও সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এতে পুরো সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উলি-খিত বহুমুখী সমবায় সমিতিটির উদ্দেশ্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'একতাই বল' এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী গণতান্ত্রিক নীতিমালায় নিজেদের রক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশায় একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বছরখানেক পরে দেখা গেল, তারা এ ব্যবসায় থেকে লাভবান হচ্ছেন। ২০১৬ সালে মুনাফা অর্জিত হয় ৫০,০০০ টাকা। আইন অনুযায়ী ৭,৫০০ টাকা তহবিলে জমা করে বাকিটা সদস্যদের মধ্যে মূলধন অনুপাতে ভাগ করা হয়। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. অবলেখক কী? ১

খ. চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুনাফার অংশ সদস্যদের মধ্যে মূলধন অনুপাতে বণ্টন করার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লি. কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদের অবলেখক বলে।

খ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সমঝোতা ও চুক্তির মধ্যে গঠিত ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায় চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। চুক্তিতে অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ম, বিলোপসাধন ইত্যাদি বিষয় চুক্তিতে উলে-খ থাকে। চুক্তির মাধ্যমেই অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি সমবায় সমিতি ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত।

কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ সমিতি গঠন করে। যার মূলনীতি হলো 'একতাই বল' অর্থাৎ সদস্যরা নিজেদের কল্যাণে সর্বদাই এক থাকে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সফলতা অর্জনে কাজ করে।

উদ্দীপকে 'একতাই বল' এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক নীতিমালার সংগঠন গড়ে তোলেন। সদস্যরা নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতায় ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে সংগঠন পরিচালনা করছেন। এসব বৈশিষ্ট্য সমবায় সমিতির সাথে সংগতিপূর্ণ। যার মূলমন্ত্রও 'একতাই বল'। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটি সমবায় সমিতি।

ঘ সংরক্ষিত তহবিল যথাযথ পালন না করায় মুনাফার অংশ মূলধন অনুপাতে সদস্যদের মাঝে বণ্টন যৌক্তিক নয়।

সমবায়ের আইন অনুযায়ী অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। এই ১৮% সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সমবায় সমিতিকে এ বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করে বাকি অংশ বণ্টন করতে হয়।

উদ্দীপকের কয়েকজন ব্যবসায়ী একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশায় সমিতি গঠন করে। বছরখানেক পরে তাদের ব্যবসায় লাভবান হচ্ছে। ২০১৬ সালে মুনাফা অর্জিত হয় ৫০,০০০ টাকা। আইন অনুযায়ী ৭,৫০০ টাকা তহবিলে জমা করে বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে।

উদ্দীপকের মুনাফা বণ্টন আইন অনুযায়ী হয়নি। আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হয় মোট ১৮%। উদ্দীপক অনুযায়ী যা দাঁড়ায় ৫০,০০০ × ১৮% = ৯,০০০ টাকা। সমবায় আইন অমান্য করে ১৫% সংরক্ষণ করে। বাকি মুনাফা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে। সুতরাং সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টন যৌক্তিক হয় নি।

প্রশ্ন ▶২৯ কাজীর খোলা গ্রামে অধিকাংশ পরিবার কৃষিজীবী এবং তাদের কৃষি উৎপাদনের সিংহভাগই হচ্ছে বিভিন্ন জাতের সবজি। পাইকারদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবার লক্ষ্যে প্রায় ১০০ জন কৃষক মিলে পরিচালনা করছেন 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি।' ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১ লক্ষ টাকা আয় করে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯৫,০০০ টাকা মুনাফা আকারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. সমবায় উপবিধি কী? ১

খ. দরিদ্রতা দূরীকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দেশ্যগত দিক বিচারে 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি' কোন প্রকারের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত আইন অনুযায়ী হচ্ছে কি-না যুক্তিসহকারে বিশে-ষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যাবতীয় নিয়মনীতি যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায়ের উপবিধি বলে।

খ দরিদ্রতা দূরীকরণে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও স্বল্পবিত্ত মানের লোকজন নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এ সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে তারা শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন গঠন করে। ঐ মূলধন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফা শেয়ার অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। ফলে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে। তাই বলা যায় সমবায় সমিতি দরিদ্রতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দেশ্যগত দিক বিচারে 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি' একটি 'বিক্রয় সমবায় সমিতির' অন্তর্ভূত।

কৃষক বা ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মালিকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে এ সমিতি গঠন করে। এককভাবে পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে তারা নানা সমস্যায় পড়ে। যেমন: কম মূল্যে বিক্রয়, অধিক পরিবহন ব্যয়, মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব ইত্যাদি। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করে এ সমস্যা থেকে রক্ষা পায়।

উদ্দীপকের কাজীরখোলা গ্রামে অধিকাংশ পরিবার কৃষিজীবী। তাদের কৃষি উৎপাদনের সিংহভাগই হচ্ছে বিভিন্ন জাতের সবজি। পাইকারদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবার লক্ষ্যে প্রায় ১০০ জন কৃষক মিলে পরিচালনা করছেন 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি'। এতে তারা প্রচুর লাভবান হচ্ছেন। এসব বৈশিষ্ট্য বিক্রয় সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, স্বনির্ভর সমবায় সমিতি একটি বিক্রয় সমবায় সমিতি।

ঘ মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত সমবায় আইন অনুযায়ী হচ্ছে না।

সমবায় সমিতিতে সমবায় আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করতে হয়। এক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। বাকি অর্থ সদস্যদের শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করতে হয়।

উদ্দীপকের কাজীরখোলা গ্রামের অধিকাংশ পরিবার কৃষিজীবী। তাদের কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য তারা একটি বিক্রয় সমবায় গঠন করেন। এতে তারা লাভবান হচ্ছেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় এক লক্ষ টাকা আয় করে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯৫,০০০ টাকা মুনাফা আকারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্বনির্ভর সমবায় সমিতিকে আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট অংশ জমা রেখে বাকি অংশ বণ্টন করতে হবে। আইন অনুযায়ী তাদের বণ্টনযোগ্য মুনাফা হচ্ছে:

{১,০০,০০০ − (১,০০,০০০ × ১৮%)}

= ১,০০,০০০ − ১৮,০০০

= ৮২,০০০ টাকা

কিন্তু স্বনির্ভর সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯৫,০০০ টাকা মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেয়। আইন অনুযায়ী তারা ৮২০০০ টাকা বণ্টন করতে পারবে। সুতরাং, স্বনির্ভর সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত আইন অনুযায়ী হয়নি।

প্রশ্ন ▶৩০ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২০১৪ সালে আলমনগরের তাঁত শিল্পীরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করল। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

বছর	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মুনাফা	২০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০

সমিতি বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। ১৫,০০০ টাকার একটি নতুন তাঁতকল ক্রয়ের জন্য তারা সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার করার চিন্তা করছে। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. সমবায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য কী? ১

খ. সমবায়ের 'একতাই বল' নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সদস্য প্রকৃতি বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সংরক্ষিত তহবিল থেকে তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ সাধন করা।

খ একতাই বল নীতির মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

এ নীতির ওপর সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য সমবায় গঠন করে। সফলতা লাভে সব সময় এর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমিতি সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতার পথে চলার নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটাই এই নীতির মূলকথা।

গ সদস্য প্রকৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য এ সমবায় গড়ে তোলে। যেমন- তাঁতি সমবায়, দুগ্ধ সমবায় প্রভৃতি। কম পুঁজির উৎপাদকগণ পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়ের সময় নানান অসুবিধায় পড়ে। বিভিন্ন মহাজন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তাদের স্বার্থের জন্য উৎপাদকদের ঠকিয়ে থাকে। এতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য এ সমবায় গঠিত হয়।

উদ্দীপকের আলম নগরের তাঁত শিল্পীরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা মধ্যস্বত্ব ব্যবসায়ীদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সমিতি গঠন করে। কারণ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে দেয় না। তারা উৎপাদকদের ঠকিয়ে থাকে। এতে উৎপাদকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলমনগরের তাঁতীদের গঠিত সমবায়টি উৎপাদক সমবায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায়টি উৎপাদক সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ সংরক্ষিত তহবিল থেকে তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে না।

সমবায় আইন অনুযায়ী মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। সর্বমোট মুনাফা ১৮% সংরক্ষণ করতে হয়।

উদ্দীপকের সমবায়টি বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। ১৫,০০০ টাকার একটি নতুন তাঁতকল ক্রয়ের জন্য তারা সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করতে চায়।

সমিতির তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায়:

বছর	মুনাফা	সঞ্চিতির পরিমাণ	টাকা
২০১৪	২০,০০০	১৮%	৩,৬০০
২০১৫	২৫,০০০	১৮%	৪,৫০০
২০১৬	৩০,০০০	১৮%	৫,৪০০
			১৩,৫০০

তাঁতকল ক্রয়ের জন্য আরও (১৫,০০০ – ১৩,৫০০) বা ১,৫০০ টাকা ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং তারা তাঁতকল ক্রয়ের জন্য সমুদয় অর্থের সংস্থান করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶৩১ পোড়াদহের ৪০ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ব্যবসায়ের দ্বিতীয় বছরে তাদের মুনাফা অর্জিত হয় ১,০০,০০০ টাকা। আইন অনুযায়ী ১৫,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা করে বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করা হয়। একজন সদস্য পুরো মুনাফা বণ্টন দাবি করলেও তার দাবি গ্রাহ্য হলো না। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. ই-কমার্স বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে একজন সদস্যের দাবি অগ্রাহ্য করার কারণ কী? এর যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য, সেবা ও তথ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকেই ই-কমার্স বলে।

এক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাধ্যমেই ক্রেতার চাহিদা সম্পর্কে জানা যায়। ক্রেতা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য নির্বাচন করে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে থাকে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে। ক্রেতা ঘরে বসেই অনলাইনে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি সমবায় ব্যবসায় সংগঠন।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০ জন সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য সদস্যরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের (উৎপাদক, ভোক্তা) সমবায় সমিতি গঠন করে। এতে তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

উদ্দীপকের পোড়াদহের ৪০ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় বছর তাদের মুনাফা অর্জিত হয় ১,০০,০০০ টাকা। সদস্যরা আইন অনুযায়ী মুনাফার ১৫% অর্থাৎ ১,০০,০০০ × ১৫% = ১৫,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে রাখেন। ৩% অর্থাৎ (১,০০,০০০ × ৩%) = ৩,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখে। বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করেন। তাদের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বণ্টন প্রক্রিয়া সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটি সমবায় সংগঠন।

ঘ সমবায় আইন অনুযায়ী একজন সদস্যের পুরো মুনাফা দাবি অবৈধ হওয়ায় তা অগ্রাহ্য করা হয়।

কতিপয় ব্যক্তি পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমবায় আইনের আওতায় এই ব্যবসায় গঠন করে। সমবায় আইন মেনে এই ব্যবসায়ের মুনাফা বন্টিত হয়। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়।

উদ্দীপকের পোড়াদহের ৪০ জন ব্যক্তি মিলে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। ব্যবসায়ের দ্বিতীয় বছর মুনাফা অর্জিত হয় ১,০০,০০০ টাকা, আইন অনুযায়ী ১৫,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখেন। বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করেন। একজন সদস্য পুরো মুনাফা বণ্টন দাবি করেন। কিন্তু তার দাবি গ্রাহ্য হলো না।

সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত তহবিল ও উন্নয়ন তহবিলে রাখতে হয়। বাকি অংশ বণ্টনযোগ্য মুনাফা হিসেবে বন্টিত হয়। এক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য মুনাফা শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। পোড়াদহের সমবায় সংগঠনটি আইন মেনে মুনাফা বণ্টন করে। একজন সদস্য পুরো মুনাফা দাবি করে, যা আইনত অবৈধ। সুতরাং উক্ত সদস্যের দাবি আইনত না হওয়ায় তা অগ্রাহ্য হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩২ রনি তার এলাকায় তার সমমনা কিছু ব্যক্তি নিয়ে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুললো। এজন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বাইরের ক্রেতাসহ নিজেদের মাঝে বিক্রি করে। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. সেবা কী? ১

খ. বণিক সমিতি কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে রনি ও তার সঙ্গীরা কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন? কারণসহ বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. রনিদের সংগঠনটির ফলে সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে? বিস্তারিত লেখো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা দেখা ও স্পর্শ করা যায় না তবে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করে সেসব উপকার বা সুবিধাকে সেবা বলে।

খ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীগণ পারস্পরিক ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যে অমুনাফাভোগী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাকে বণিক সমিতি বলে।

শিল্প ও বণিক সমিতি দেশের ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংস্থা। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যেই এটি গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সংগঠন দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়ীদের বিরোধ নিষ্পত্তিতে কাজ করে। এটি দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের রনি ও তার সঙ্গীরা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন।

সমবায় সমিতি সমমনা মানুষের উদ্যোগে গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণসাধন। এরূপ ব্যবসায় সংগঠনের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

উদ্দীপকে রনি তার এলাকার সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুললো। এজন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতিপত্র বা নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্য ক্রয় করে সেগুলো বাইরের ক্রেতা ও নিজেদের মধ্যে বিক্রি করে। উদ্দীপকের রনির গঠিত ব্যবসায় সংগঠনটি পুরোপুরি সমবায় সমিতির সাথে মিলে যায়। সুতরাং উদ্দীপকের সংগঠনটি সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

ঘ রনিদের সমবায় সংগঠনটি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এছাড়া আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন, সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণ থেকে রক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যায্যমূল্যে পণ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের রনি তার এলাকায় একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়েছে। তারা এ সংগঠনটির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্য ক্রয় করে। পরবর্তীতে তারা বাইরে ও সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পণ্য বিক্রি করে।

রনির গঠিত এ সমবায় সমিতির মাধ্যমে এর সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ হচ্ছে। তারা এ সংগঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় সৃষ্টি করে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে। এছাড়া তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারছে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। তাই বলা যায়, সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶৩৩ মি. বেল-াল তার এলাকায় অসহায়, দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণির ২৫ জন ব্যক্তি যোগাড় করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। তারা এ সমবায় সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনীয় পণ্য এ সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করে ও তাদের গৃহে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী এ সমিতির মাধ্যমেই ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করে। এভাবে তারা সবাই এ সমিতি থেকে সুবিধা ভোগ করে। এখন অনেকেই এ সমিতির সদস্য হতে আগ্রহী। *[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সমবায় উপবিধি কাকে বলে? ১

খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. বেল-াল কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ৩

ঘ. বেকারত্ব দূরীকরণে ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় সমিতির যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলির নিয়মনীতি যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায় উপবিধি বলে।

খ কয়েকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে।

এতে কোনো ব্যক্তি সদস্য হতে পারে না। এটি ন্যূনতম ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিয়ে গঠিত হয়। সদস্য সমিতিগুলোর কাজে সহায়তা করা এর মূল উদ্দেশ্য। এ সমিতি নির্দিষ্ট থানা, এলাকা বা অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক সমিতিসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে মি. বেল-াল বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করেন।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ সমিতি গঠন করা হয়। এ সমিতি একাধারে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। একে বহু উদ্দেশ্যক সমবায় সমিতিও বলা হয়।

উদ্দীপকের মি. বেল-াল তার এলাকায় অসহায় দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণির ২৫ জন ব্যক্তি নিয়ে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। তারা এ সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়ে থাকেন। এছাড়া পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ও করে থাকেন। মি. বেল-ালের সমিতিটি একাধারে অনেকগুলো কাজ করে থাকে; যা বহুমুখী সমবায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, মি. বেল-ালের সমিতিটি একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি।

ঘ বেকারত্ব দূরীকরণে ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে কাজ করা হয়। সদস্যরা ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য একত্রে কাজ করে। এতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারে। সমাজের শোষক শ্রেণির হাত থেকে রক্ষার জন্য কতিপয় ব্যক্তি এ সমিতি গঠন করে।

উদ্দীপকে মি. বেল-াল তার এলাকার অসহায়, দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণির ২৫ জন্য ব্যক্তি নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন। যা নিজেদের কল্যাণে ও অধিকার রক্ষার কাজ করে। তারা এ সমিতির মাধ্যমে পণ্যের ন্যায্যমূল্যের অধিকার ভোগ করেন। নিজেদের উৎপাদিত পণ্যও এ সমিতির মাধ্যমে সঠিক মূল্যে বিক্রয় করেন। এতে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

সমবায় সমিতি সাধারণ, অসহায় ও দরিদ্র লোকজনের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত হয়। সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে নিজেরা আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে। ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, ঋণ থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে। এ সমিতি সমাজের নিম্নস্তরের লোকজনকে মধ্যস্থব্যবসায়ীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে। পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। তাছাড়া সমবায় সমিতি প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা দিয়ে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করছে। ফলে বেকারত্ব কমছে। এতে দেশের

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। তাই বলা যায়, বেকারত্ব দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶৩৪ সোনারগাঁওয়ের ৪০ জন তাঁতি সংগঠিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে একত্রিতভাবে তাঁত বস্ত্র তৈরি করে নিজেরাই বিক্রির ব্যবস্থা করে লাভবান হয়েছে। অপরদিকে মোরগা পাড়ার চাষিরা মিলে সংগঠিত হয়ে এমন একটি সমবায় সমিতি গঠন করে যার জমাকৃত সঞ্চয় থেকে সদস্যদের ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। যাতে তারা সুদি মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায়। *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় উপবিধি কী? ১

খ. 'একতাই বল'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তাঁতিদের সমবায়টি প্রকৃতি বিচারে কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় সমবায় সমিতিটি মহাজনদের হাত থেকে চাষিদের রক্ষার জন্য অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখবে- তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জাতীয় নিয়ম উলে-খ থাকে তাকে সমবায় উপবিধি (By laws) বলে।

খ 'একতাই বল' সমবায় সমিতির মৌলিক নীতি, যার মূল কথা হলো সদস্যদের মাঝে একতা বজায় রাখা। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় সমিতি গঠন করে। সকলে মিলে কাজ করলে সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতি সব অবস্থায় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়।

গ উদ্দীপকের তাঁতিদের সমবায়টি প্রকৃতি বিচারে 'উৎপাদক সমবায় সমিতি'।

উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করার জন্য এ সমিতি গঠিত হয়। উৎপাদকরা তাদের সীমিত সামর্থ্যের জন্য অধিক উৎপাদন করতে পারে না। তাছাড়া উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ন্যায্যমূল্য পায় না। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য উৎপাদকরা মিলে এ সমিতি (তাঁতি সমবায়, দুগ্ধ সমবায়) গঠন করে থাকে।

উদ্দীপকের সোনারগাঁওয়ের ৪০ জন তাঁতি সংগঠিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন স্থান থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করে। তারপর ঐ কাঁচামাল দিয়ে তাঁতবস্ত্র তৈরি করে। তৈরি বস্ত্র তারা নিজেরাই বিক্রির ব্যবস্থা করে লাভবান হয়েছে। এতে তাদের তৃতীয় পক্ষের কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাদের এই সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য উৎপাদক সমবায়ের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তাদের সমবায়টি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় সমবায় সমিতিটি ঋণদানকারী সমবায় সমিতি।

ঋণ সুবিধা লাভের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদক, কৃষিজীবী ইত্যাদি পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে এ সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে তহবিল তৈরি করা হয়। শেয়ার বিক্রয় করে অথবা সমবায় ব্যাংক থেকেও তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সদস্যদের প্রয়োজনে তা ঋণ হিসেবে দেয়া হয়।

উদ্দীপকের মোরগা পাড়ার চাষিরা মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। শেয়ার বিক্রয় করে এ সমিতি তহবিল সংগ্রহ করে। এছাড়া সদস্যদের সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে অন্য সদস্যদের ঋণ সুবিধা দেয়। এতে সদস্যরা সুদি মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ঋণদান সমবায় সমিতি সদস্যদের প্রয়োজনে ঋণ দেয়। ফলে সদস্যদের তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে যেতে হয় না। বিভিন্ন পক্ষ (মহাজন, ব্যাংক, আড়তদার) সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষদের ঋণ দিয়ে উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। অনেক সময় সুদের হার আসল থেকে অধিক হয়ে যায়। তাছাড়া জামানত হিসেবে তাদের সম্পত্তি দিতে হয়। উচ্চ সুদের ঋণের টাকা পরিশোধ না করতে পারলে মহাজন, আড়তদাররা তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়। অনেক সময় উৎপাদিত ফসল নিয়ে যায়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য চাষিরা সমবায় সমিতি গঠন করে। ফলে তৃতীয় পক্ষের কাছে ঋণ নিতে হয় না। সমিতির সদস্য হয়ে বিনা সুদে ঋণ পায়। তাই বলা যায়, মহাজনদের হাত থেকে চাষিদের রক্ষার জন্য ঋণদান সমবায় সমিতি অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৩৫ কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষকেরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সম্মিলিতভাবে কিছু টাকা জমা করে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা নিজেরা নিজেদের টাকা থেকে ঋণ নেয় এবং তারা ধান ও শস্য মজুদ করে দাম বাড়লে তা বিক্রি করে। এতে তারা এখন লাভবানও বেশি হচ্ছে এবং গ্রামে ঐক্য বেড়েছে। এটি দেখে অন্যরাও সমবায় সমিতি করায় উৎসাহিত হয়েছে। *[পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমবায় সমিতির প্রকৃতি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষ্ণপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কী উন্নয়ন ঘটবে? আলোচনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-laws) বলে।

খ 'একতাই বল' সমবায় সমিতির একটি মৌলিক নীতি, যার মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থাতেই সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ চলার নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

গ উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি বহুমুখী সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতিতে সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য কাজ করা হয়।

উদ্দীপকে কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষকেরা নিজ উদ্যোগে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সদস্যরা সবাই কৃষক, তাই তারা সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিকাজের সহায়ক কাজগুলো করে। তারা ধান ও শস্য মজুদ করে এবং দাম বাড়লে তা বিক্রি করে। আবার প্রয়োজনে তারা নিজেরা নিজেদের সমিতি থেকে ঋণ নেয়। এতে তারা লাভবান হচ্ছে এবং গ্রামে সকলের মধ্যে ঐক্য বাড়ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কৃষ্ণপুরের কৃষকরা বহুমুখী সমবায় সমিতিই গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষ্ণপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে বলে আমি মনে করি।

অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সীমিত হলেও এ সমিতির ক্ষেত্রে অনেক ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এতে সব ধরনের কাজের মাধ্যমে সমিতির মূল উদ্দেশ্য (আর্থিক কল্যাণ) অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে একটি সমিতির মাধ্যমে একাধিক কাজ করা যায় বলে

সমিতির সদস্যদের আলাদা আলাদা সমিতি গঠনের জটিলতায়ও পড়তে হয় না।

উদ্দীপকের কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষকেরা নিজেরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা নিজেরা নিজেদের সমিতি থেকে ঋণ নেয়। এছাড়া ধান ও শস্য মজুদ করে দাম বাড়লে তা বিক্রি করে। এতে তারা লাভবান হচ্ছে। এটি দেখে অন্যরাও সমবায় সমিতি করার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে।

সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যই সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। এর জন্যই সমিতির সব কাজ পরিচালিত হয়। সমিতি থেকে অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। কৃষ্ণপুরের কৃষকদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে লাভবান হতে দেখে গ্রামের অন্যরাও এ কাজের প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে। এতে সকলে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারবে। সুতরাং, উদ্দীপকের বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

প্রশ্ন ▶৩৬ রংপুরের তাহের মিয়া নিজস্ব বাড়ির আঙিনায় একটি সবজি বাগান গড়ে তোলেন। স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত সবজি বিক্রি করেন তিনি ন্যায্যমূল্য পান না। আবার কখনো কিছু সবজি অবিক্রীত থেকে যায়। পরবর্তীতে তিনি গ্রামের অন্য সবজি চাষিদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সকলে একত্রিত হওয়ার ফলে সামগ্রিক উৎপাদন বেড়েছে এবং সংগঠনের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে এগুলো জেলা সদর বাজারে নিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করে তারা যথেষ্ট লাভবান হন। এছাড়াও ক্রেতারাও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাজা সবজি ক্রয় করতে পেরে খুশি।

[আহম্মদ উদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]

ক. সমবায় শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সমবায়ের উপবিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তাহের মিয়া কোন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে উদ্দীপকের তাহের মিয়ার মতো আরও সংগঠন গড়ে তোলা যৌক্তিক কিনা? মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় শব্দের অর্থ হলো সম্মিলিতভাবে কাজ করা।

খ যে দলিলে সমবায়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনার নিয়মকানুন উলে-খ থাকে তাকে সমবায়ের উপবিধি (By-laws) বলে।

সমবায়ের উপবিধি হলো সমবায়ের মূল বা প্রধান দলিল। এর বাইরে কোনো কাজ করা সমিতির জন্য বৈধ নয়। উপবিধি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হলে তা সমবায় নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে সমবায় আইন ও সমবায় বিধিমালার আলোকে নিষ্পত্তি করতে হয়।

গ উদ্দীপকের তাহের মিয়া সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ মিলে সমঅধিকারের ভিত্তিতে এ সংগঠন গড়ে তোলে। সমিতির সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের জন্যই এতে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকের তাহের মিয়া তার উৎপাদিত সবজির ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অন্যান্য সবজি চাষিদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সকলে একত্র হওয়ায় তাদের উৎপাদন বাড়ে। সংগঠনের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে এগুলো জেলা শহরে বিক্রির ব্যবস্থা করে তারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন। তাই দেখা যায়, তারা একই এলাকার ও একই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। তারা নিজেদের আর্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে একটি সংগঠন গড়ে তোলে আর্থিকভাবে লাভবানও হচ্ছেন। তাই তাদের সংগঠনকে সমবায় সংগঠন বলা যায়।

ঘ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে উদ্দীপকের তাহের মিয়ার মতো আরও সংগঠন গড়ে তোলা অবশ্যই যৌক্তিক।

সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকরা সহজেই তাদের পণ্য বিক্রয় করে লাভবান হতে পারে। এতে মধ্যস্বত্বভোগীদের সাহায্য ছাড়াই তাদের পণ্য বিক্রয় হয় বলে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেয়ে থাকে। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের তাহের মিয়া তার উৎপাদিত সবজির ন্যায্যমূল্য পাচ্ছিলেন না। এছাড়া তার উৎপাদিত সব সবজি বিক্রি করাও সম্ভব হচ্ছিল না। একপর্যায়ে তিনি অন্যান্য সবজি চাষিদের একত্রিত করে একটি সমবায় গঠন করেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের সকল সবজি বিক্রি করার পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছেন। এতে তারা যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। অন্যদিকে ক্রেতাসাধারণও কম মূল্যে তাজা সবজি ক্রয় করতে পারছেন। এতে তারাও যথেষ্ট খুশি হচ্ছেন।

তাহের মিয়ার মতো আরও সমিতি গড়ে উঠলে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণ করাও অনেক সহজ হবে। এতে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে। উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন। তাদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যয় কমবে, উৎপাদন বাড়বে ও মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। অপরদিকে ক্রেতারাও সরাসরি ভালো মানের পণ্য কম মূল্যে পাবে। তাই বলা যায়, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে আরও সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩৭ রামপুরের কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। গত তিন বৎসরে তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০,০০০, ৮০,০০০ ও ১,০০,০০০ টাকা।*[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]*

ক. সমবায় সমিতি কী? ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সমিতির উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রকৃতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গত তিন বৎসরে তাদের সঞ্চিতি তহবিলের ন্যূনতম জমার পরিমাণ কত? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ 'একতাই বল' বলতে জোটবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমে শক্তি অর্জনকে বোঝায়।

এটি সমবায়ের মূল ভিত্তি। এই মৌলিক নীতির ওপরই সমবায় প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র মানুষের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে পুঁজিপতিদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই সমবায়ের উদ্দেশ্য অর্জন ও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সদস্যদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। আর এই ঐক্যবদ্ধতাই তাদের মূল শক্তি।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সমিতিটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

বহুমুখী বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতি একাধারে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে।

উদ্দীপকের রামপুরের কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ দেয়। অর্থাৎ, উক্ত সমিতিটি একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এটি বহুমুখী সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকের সমিতিকে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলা যায়।

ঘ গত তিন বৎসরে উদ্দীপকের সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের ন্যূনতম জমার পরিমাণ হবে ৩৪,৫০০ টাকা।

মুনাফা অর্জন সমিতির মূল উদ্দেশ্য না হলেও সমিতি তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে। তবে এ অর্জিত মোট মুনাফা বাধ্যতামূলকভাবে ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে ও ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হবে। আর বাকি অংশ শেয়ার অনুপাতে সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যাবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সমিতিটি গত তিন বছরে মুনাফা করেছে (৫০,০০০ + ৮০,০০০ + ১,০০,০০০) টাকা বা ২,৩০,০০০ টাকা। অতএব, সঞ্চিতি তহবিলে পরিমাণ হবে কমপক্ষে (২,৩০,০০০ × ১৫%) বা ৩৪,৫০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶৩৮ পদ্মা অববাহিকার ২০ জন জেলে আহরিত মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে সমতার ভিত্তিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। একজন শিল্পপতি তাদের ব্যবসায়ে সদস্য হতে চাইলে নীতিবহির্ভূত হওয়ায় তাকে সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। তাদের ব্যবসায়ের প্রচুর মুনাফা অর্জিত হওয়ায় সকলেই আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করেন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কী? ১

খ. সমবায় সদস্যদের সীমাবদ্ধ দায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. কোন নীতি লঙ্ঘনের অজুহাতে একজন শিল্পপতিকে জেলেরা তাদের সমিতিতে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? অভিমত দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতিপয় প্রাথমিক সমবায় সমিতি একত্রিত হয়ে যে সমিতি গঠন করা হয় তাকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে।

খ সীমাবদ্ধ দায় বলতে সদস্যদের বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত দায় বহন করাকে বোঝায়।

সাধারণত সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, দায় তার ক্রয়কৃত শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এর অতিরিক্ত দায় বহন করতে সদস্যরা বাধ্য থাকে না।

গ উদ্দীপকে সমবায়ের সাম্যতার নীতি লঙ্ঘনের অজুহাতে একজন শিল্পপতিকে জেলেরা তাদের সমিতিতে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেননি।

সাধারণত দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের কল্যাণের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে। সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সাম্যের নীতিতে প্রত্যেক সদস্য সমান মর্যাদার অধিকারী হয়।

উদ্দীপকে পদ্মা অববাহিকার ২০ জন জেলে মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সমতার ভিত্তিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে তারা সমিতিটির ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেন। একজন শিল্পপতি তাদের ব্যবসায়ের সদস্য হতে চাইলে নীতির বাইরে বলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। সমবায় সমিতির সদস্যরা মূলত সমশ্রেণি ও সমপেশাভুক্ত হয়। উক্ত সমবায় সমিতির সব সদস্য জেলে। তাই শিল্পপতিকে সমশ্রেণির সমপেশাভুক্ত না হওয়ার কারণে সমিতির সদস্য করা হয়নি। এটি সাম্যের নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে সদস্যরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারে।

উদ্দীপকে পদ্মা অববাহিকার ২০ জন জেলে সমতার ভিত্তিতে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আহরিত মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়া। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

মাছ একটি পচনশীল পণ্য। পূর্বে জেলেরা ক্ষতির ভয়ে কম দামে মধ্যস্থতাকারীদের কাছে বিক্রয় করে দিত। বর্তমানে জেলেরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদের আহরিত মাছ নিজেরাই হিমায়িতকরণের ব্যবস্থা করেন। এরপর তা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বিক্রয় করতে পারেন। এতে মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমানো সম্ভব হয়। সুতরাং, সমবায়ের মাধ্যমে জেলেদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত।